
একক - 4 □ বংশগতি এবং পরিবেশের ভূমিকা

গঠন

- 4.1. ভূমিকা
- 4.2. বৈশিষ্ট্যাবলি
- 4.3. বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব
- 4.4. উপসংহার
- 4.5. প্রশ্নাবলি
- 4.6. গ্রন্থপঞ্জি

4.1. ভূমিকা

জন্মের আগে থেকেই মানুষকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। মানুষের মোট আয়ুষ্কাল — মানুষের মোট সংঘটিত পরিবর্তন ও উন্নতির সংখ্যা। বিভিন্ন মানুষের এই ধরনের পরিবর্তন বা উন্নতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় একই। এই কারণে আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানব গঠনের পরিবর্তনগুলি সাধারণ ও বিশেষ পরিবর্তন এই উভয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের জন্য কিছু বিষয় দায়ী। এইটি উন্নত মনন বিদ্যার বিষয়বস্তু।

যখন আমরা মানুষের আচরণ এবং বৃদ্ধি নিয়ে বিশ্লেষণ করি, তখন এই দুই ক্ষেত্রেই পরিবর্তনগুলি পরিলক্ষিত হয় (মানুষের বৃদ্ধি এবং মানব গঠন সংক্রান্ত পরিবর্তন) এই পরিবর্তনগুলির প্রধান নির্ধারক হল সময়ের পরিসীমা। অন্য আর একটি নির্ধারক হল ব্যক্তির পূর্ণতা যা হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে শিশু অভারসাম্য অবস্থায় হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করে, সেই শিশু একটি নির্দিষ্ট বয়সে শরীরের ভারসাম্য ঠিকঠাক রেখে সাবলীল ভাবে হাঁটতে শুরু করে। সে নির্দেশগুলি বোঝার চেষ্টা করে, কথা দিয়ে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে এবং বয়সটা একটু বাড়লে সে ছোটো ছোটো বাক্যে তার ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। ব্যক্তি হিসাবে তার বয়স এইভাবে বাড়ে। এবং আপনা আপনি তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এইগুলি প্রধানত নির্ভরশীল সেই উপাদানের ওপর যা তার শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

অপর পক্ষে যখন একটি শিশুর পক্ষে তার বাবা, মা এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর চেনা সম্ভব হয় তখন এটিকে তার অভিজ্ঞতার মানস্বরূপ চিহ্নিত করা হয়। এইভাবে সাধারণ নিয়মে পরিবর্তনের সাথে সাথে তার উন্নতি ঘটতে থাকে। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে উত্তেজকের প্রভাবে পরিবর্তনের প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়; যা জীবনের বিভিন্ন স্তরে মানব সংগঠনে পরিলক্ষিত হয়। সেটিই হল মানুষের উন্নতি বা বিকাশ।

4.2. বৈশিষ্ট্যাবলি :

পূর্বে যে পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির কিছু সাধারণ এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি সংঘটিত হয় কিছু পূর্ব নির্ণীত বৃদ্ধির ফলে। সাধারণত একটি শিশুর তার একবছর বয়সে দাঁত ওঠে এবং হামাগুড়ি দেয়, ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে একটি শিশু হাঁটতে বা কথা বলতে (একটি শব্দ / দুটি শব্দ ব্যবহার করে) শুরু করে তার ১২ মাস থেকে ১৬ মাস বয়সের মধ্যে। এই ধরনের ঘটনার

ক্রম সাধারণত সব শিশুর ক্ষেত্রে একই সময়ে ঘটে। যাইহোক একটি শিশু থেকে অন্য শিশু এবং একটি মানুষ থেকে অন্য মানুষের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। বৃদ্ধির হারও মাঝে মাঝে ভিন্ন হতে পারে। একই বয়সের দুই ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণতা এবং ব্যক্তিত্বের উন্মেষ এক মাত্রায় নাও হতে পারে।

দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে বয়সের একটি নির্দিষ্ট স্তরে একটি সাধারণ আচরণ বয়সের অন্য স্তরে একটি বিশেষ আচরণ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। উদাহরণ — জীবনের প্রথম স্তরে আবেগগুলি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী স্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হতে পারে— একটি চিহ্ন ব্যবহার করেও হতে পারে। এর বিপরীতটিও সঠিক। প্রাথমিক পর্যায়ের একটি বিশেষ আচরণ পরবর্তীকালে সাধারণ আচরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ঠাকুরদাকে অপছন্দের কারণে অন্যান্য বয়স্ক লোকেরাও অপছন্দের বিষয় হতে পারে। এই কারণে এটি বলা যেতে পারে যে, জীবনের আচরণগত পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে — সাধারণ থেকে বিশেষ আচরণ বা বিশেষ থেকে সাধারণ আচরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে।

তৃতীয়ত শারীরিক সমতা থাকা সত্ত্বেও বয়স ও শারীরিক বৃদ্ধির ভিন্নতা বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে। এমনকি যদি তারা একই স্থানে এক সঙ্গে বসবাস করে, একই কাজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে, তথাপি তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার যেমন দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ, মূল্যবোধ সক্ষমতা প্রভৃতির ভিন্নতা হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশ করার পদ্ধতি ভিন্ন হবে। এইটি শুধুমাত্র পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই নয়, শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি সমান ভাবে প্রযোজ্য— একই বয়স ও শারীরিক বৃদ্ধির দুই শিশুর মধ্যেও ভিন্নভাবে ব্যবহার করা বা সাড়া দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

4.3. বংশগতি এবং পরিবেশের প্রভাব

উপরের এই বর্ণনা আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয় যে— মানুষের উন্নতির জন্য বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনস্তত্ত্ববিদগণ বংশগতি এবং পরিবেশের এই প্রভাব সম্পর্কে একমত নাও হতে পারেন বিশেষত পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। কিন্তু কিছু ব্যক্তি গভীর ভাবে বিশ্বাস করেন যে এর প্রভাব প্রভূত। অনেকে আবার এই মত পোষণ করেন না। এই বিতর্ককে সরিয়ে রেখে বলা যেতে পারে যে মানুষের আচরণ সঠিক কোনো মতামত দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে মানুষের উন্নতির বিভিন্ন স্তরে বংশগতি এবং পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। আর একটি গ্রহণীয় বিষয় হল যে একাকী বংশগতি বা পরিবেশ কোনো ফল দিতে পারে না। কিন্তু তারা উভয়েই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বংশগতির প্রভাব অনুধাবন করার জন্য অধ্যয়নের বিষয় বা পদ্ধতিগুলি হল :

- (i) পেডিগ্রী পদ্ধতি।
- (ii) সাইকোলজিক্যাল/মনোবৈজ্ঞানিক সম্মত নিরীক্ষা বা পরীক্ষা।
- (iii) যমজদের অভ্যন্তরীণ অধ্যয়ন।

প্রথম পদ্ধতির জন্য এই প্রচেষ্টা চালানো হয় যে কীভাবে একটি প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বংশগতির গুণাবলি পরিবাহিত হয়। Galton যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেছেন এই বিষয়ের ওপর তাঁর মতে এটি হল “স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত উপহার” যা একটি প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরিবাহিত প্রাকৃতিক নিয়মে, যেটি মানুষকে আরো উন্নত করতে সহায়তা প্রদান করে। এটি প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ নির্ভর করে না, কিন্তু বংশগতির ওপর নির্ভর করে। তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরিষ্কার নির্দেশ করে যে মানুষের শারীরিক কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন চোখের রং, চুলের রং বা নাকের আকৃতি পূর্ব প্রজন্মের দ্বারা প্রভাবিত।

মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। কোশের বিশেষ পদার্থের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি পরবর্তী প্রজন্মের কোশে পরিলক্ষিত হয় কি না তা জানার জন্য। ফল কিছু একই ধরনের নয়। কিছু ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি বোঝা গেছে আবার অন্য কিছু ক্ষেত্রে এর অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় পঙ্খতি দুই যমজকে নিয়ে গবেষণা করে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে একটি বস্তু স্পষ্ট করে দেয় একই বা ভিন্ন পরিবেশে লালিতপালিত হলেও যমজদের শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমতা দেখা যায়। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের অনুপাতে ভিন্নতা থাকতে পারে যদি সাধারণ যমজ অথবা অন্যান্য জাতি একই পরিবেশে লালিত পালিত হয়।

বিভিন্ন গবেষণা এই মত পোষণ করে যে যে সকল শিশু কম সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন পরিবেশে বসবাস করে সেই শিশু যদি উন্নত পরিবেশে জীবনযাপন করার সুযোগ পায় তাহলে সেই শিশুর আচরণে উন্নতি লক্ষ করা যায়। এই তত্ত্ব এটি প্রকাশ করে না যে ঐ শিশুটির বিশাল কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে। তার বুদ্ধিমত্তার উন্নতির স্তর অভিপ্রেত উচ্চমানের নাও হতে পারে। কিছু বিশেষ দক্ষতা, পরিসংখ্যানগত দক্ষতা, মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা, যোগাযোগের দক্ষতা প্রেরণার স্তর তুলনামূলক ভাবে উন্নত পরিবেশে অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

ওপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সবক্ষেত্রে না হলেও পরিবেশগত উপাদানের মানুষের আচরণের ওপর প্রভূত প্রভাব রয়েছে।

4.4. উপসংহার

বর্তমানে বংশগতির এবং পরিবেশের উপযোগিতার দীর্ঘ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। বর্তমানে এটি আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার যে পরিবেশ বা বংশগতি একা মানুষের আচরণ স্থির করতে পারে না। বর্তমানে এটি স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে মানুষের আচরণ বংশগতি এবং পরিবেশের পারস্পরিক কার্যকারিতার সম্বন্ধ। এটি আরো স্বীকার করা হয়েছে বংশগত কারণের একটি প্রতিক্রিয়া সীমা রয়েছে যা নির্ধারণ করে প্রাপ্তব্য বা পৌঁছানো সম্ভব স্তরকে।

1. মানব সংগঠনের উন্নতির প্রকৃতি কী ?
2. মানুষের ওপর বংশগতি এবং পরিবেশ প্রভাব প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করো।

4.5. প্রশ্নাবলি

1. বংশ ও পরিবারের অভাব বলতে কি বোঝেন? ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এই দুটির প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
2. মানুষের শারীরিক বৃদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

4.6. গ্রন্থপঞ্জি

1. Introduction of Psychology — Margan Sking.
2. Child Psychology — Skinner Harriman

একক - 5 □ ব্যক্তিত্ব : ধারা এবং তথ্য

গঠন

- 5.1. সংজ্ঞা ও সাধারণ আলোচনা
- 5.2. ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রাচীন তথ্যাদি
- 5.3. প্রাচীন ঐতিহ্যময় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় তথ্যাদি
- 5.4. অহং মনোবিদ্যা
- 5.5. মনুষ্যসংক্রান্ত / মনুষ্যবিষয়ক তত্ত্ব
- 5.6. প্রশ্নাবলি
- 5.7. গ্রন্থপঞ্জি

5.1. সংজ্ঞা ও সাধারণ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপণ আলোচনা

মূলত গ্রিক সভ্যতার সময়কাল থেকে অথবা হয়তো আরও আগে এটি চিহ্নিত হয়েছিল যে মানুষ শুধুমাত্র দৈহিক বা অবসরের দিক থেকে পরিবর্তনশীল হয়নি, মানসিক দিক থেকেও তাদের পরিবর্তন গঠিত হয়েছে। এই দৃষ্টিগোচরীভূত বিন্যাসের একটা ধারাবাহিকতা আছে, ব্যক্তিত্বের মনস্তাত্ত্বিক ভাবটি ব্যক্ত হয়। ব্যক্তিত্বের বিশেষ লক্ষণ অথবা বৈশিষ্ট্যটি হল ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার মাধ্যমে উপযুক্তভাবে ভাবনা, অনুভব, চারিত্রিক আচরণ প্রভৃতি ব্যক্তি তার মধ্যে থেকেই গ্রহণ করতে পারে এবং যার ফলে ব্যক্তি তার পরিস্থিতির এবং তার সময়কে দৃঢ়ভাবে পার্থক্য করতে পারে। (কারভার অ্যান্ড শীয়ার, ২০০০)

প্রকৃত সম্বন্ধযুক্ত প্রধান অনুমানগুলিকে নিম্নলিখিত অংশে বিন্যস্ত করা হল—

- (১) পরিস্থিতিগত দৃঢ়তা।
- (২) অস্থায়ী দৃঢ়তা।
- (৩) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য।

বৈশিষ্ট্যগুলির বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো আছে। এই বৈশিষ্ট্য বলতে সাধারণ ভাবে একথা বলা যায় যে— “বিশেষ কতগুলি প্রবণতার আকৃতিগত পার্থক্য যা ভাবনা/চিন্তা, অনুভব এবং তাৎক্ষণিক ক্রিয়াশীলতার একটা উপযুক্ত আকার গঠন করে/তুলে ধরে।” (Me crae ad Costa 1990)

উপরিউক্ত সংজ্ঞা অথবা আলোচ্য সংজ্ঞানুসরণে বলা যায় যে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল তা সমভাবে বিস্তৃত যা যেকোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতেই নিভাঁজ নিটোল অবস্থায় থাকে।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জীবতত্ত্বের চূড়ান্ত একটা সীমাবদ্ধতা আছে। শিশু ভূমিষ্ট হবার পর তার একটা নির্দিষ্ট পরিচিত আচরণ এবং আবেগের স্পন্দন থাকে। (থমাস, চেস এবং বির্চ, ১৯৬৮) যা পূর্ব অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যতের অগ্রবর্তী পথে নিয়ে যায়। কিন্তু পার্শ্বস্থ ব্যক্তিত্বের বিন্যাসকেও নেতৃত্ব দেয়। প্রকৃতি অথবা স্বভাব চরিত্রের সাথে প্রায়শই বিপরীতে অথবা বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপিত হত। পরবর্তী ক্ষেত্রে এটি চিন্তা করা হয়েছিল যে সামাজিকীকরণ জীবতত্ত্বের বিন্যস্ত রূপের থেকেও অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দিক।

যাইহোক, এইটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল যে— ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে জীবতত্ত্বের ইন্দ্রিয়গ্রহ্য সম্মত রূপ, সাংস্কৃতিক অভেদ্যতা, এবং ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়ার ফসল।

বাস্তবিকভাবে বলা যায় যে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয় কোনো সাংস্কৃতিক অবস্থার দিকে।

সুতরাং প্রতিটি বর্হিমুখী দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্যই সাংস্কৃতিকগতভাবে নিয়ন্ত্রিত আবেগ/উদ্দীপনার প্রতিবেদন এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতাকে জানাতে শিখবে শুধুমাত্র তার জন্মগত প্রবলকৌতূহল এবং সামাজিকতা/সমাজবন্ধ বোধকে প্রস্ফুটিত করার জন্য।

5.2. ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রাচীন তথ্যাদি

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গেলেন (Galen) ব্যক্তিত্বের সম্পর্কীয় তত্ত্বের একটা রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি বলেছিলেন যে মনস্তত্ত্বের মোট তিনটি বিভাগ আছে।

যেমন :- জ্ঞান অথবা বৌদ্ধিক অভিপ্রেত।

সক্রিয় মনোগত অথবা মনোগত অভিপ্রেত।

প্রতিক্রিয়াশীল অথবা আবেগজাতীয় অভিপ্রেত।

সোমোটোটাইপস :- ক্রেটসচেমার (১৯২৫) এবং শেলডন (১৯৫৪) ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় তত্ত্ব মানুষের দৈহিক আকার ও আকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

ক্রেসচেমার দৈহিক আকারকে মোটামুটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন।

অ্যাসথেনিক : ব্যক্তি যারা ক্ষীণকায় এবং দুর্বল।

প্যাইকনিক : ব্যক্তি যারা একটু নরম প্রকৃতির এবং স্ফীতকায়।

অ্যাথলেটিক : যাদের পেশিবহুল শক্ত দেহের বাঁধুনি।

তিনি একথা বলেছেন যে-কোনো নির্দিষ্ট মানসিক অসুস্থতার কারণে সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে নির্দিষ্ট দেহগত কোনো দিক (সোমোটোটাইপস) সোলডন দেহসম্বন্ধীয় দিকের একটা রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন (ক্রেটসচেমার অঙ্কনের রেখাকে মাথায় রেখে)। তিনি এক করে বলেছেন যে একটোমোরফস (বুক্ষ এবং বুগ্ন মানুষ) যে প্রবণতা অন্তর্দর্শী যা স্বভাব সংযত করে।

মোসোফরাস (শক্তসমর্থ, পেশিবহুল মানুষ) অসংবেদনশীল এবং হৃদয়বান হয়।

এন্ডোমরফাস (স্ফীত ও গোলাকৃত মানুষ) সহজ সরল এবং ভীষণ উৎফুল্ল ছিল।

5.3. প্রাচীন ঐতিহ্যময় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় তথ্যাদি

টোপোগ্রাফিকাল মডেল :

ফ্রয়েড মনের নমুনাটি প্রদর্শন করে বলেছেন যে মন হল একটা শীতল হিমশৈল হিমবাহের মত, যেটি মাটি হতে প্রায় চার-পাঁচ হাত গভীর নীচে থাকে। অর্থাৎ অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকে হিমশৈল— মন। সচেতন মন বলে যে হিমবাহের মত এক অংশ সহজেই দেখা যায় তা বিশেষ বিশেষ জনের থেকে পৃথক। এই হিমশৈল অথবা হিমবাহের মত ভাবনাগুলি অচেতন মনের দ্বারা আরও গভীরে চলে যায়, এবং এগুলি চিন্তা, ভাবনা, বিশ্বাস নিয়ে গঠিত যেগুলি অস্থায়ী ভাবে ভুলে যাওয়া যায় কিন্তু আবার যখন মনে করার ইচ্ছা হয় তখন আবার তার গহন মনে ভাসন্ত হয়ে যায়।

এ ছাড়াও একটা সব থেকে বড় হিমশৈলের একটা অংশ আছে যা ডুবন্ত, যেটি অচেতন সত্তাকে তুলে ধরে, যার মধ্যে আবেগময় নির্দিষ্ট ভাবনা এবং স্মরণ নিয়ে গঠিত এবং তার অত্যন্ত শক্তিশালী যদিও তারা অদৃশ্যভাবে উৎসাহিত হয়ে আছে স্বজ্ঞান এবং অবচেতনের ওপর।

এই অচেতনসত্তাটি মানুষের বিশেষ মানসিক সত্তার প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে।

সাইকোইকোনোমিক মডেল

একথা অনুমানলক্ষ যে প্রতিটি বিশেষ ব্যক্তিগত সত্তার মনস্তাত্ত্বিক শক্তি সহজলভ্য একটা নির্দিষ্ট সাড়া দেবার সম্ভাব্যতা আছে যেটি উৎসাহের পরিমাণগত দিকের ওপর নির্ভরশীল এবং যা উদ্দীপনার নানা সাড়াকে কাজে লাগায়।

একথা স্বীকার্য যে আরও বেশি শক্তি প্রযুক্ত হয় যুদ্ধ বিরোধী নিদানশাস্ত্র প্রযুক্ত হয় আর খুব কমই গ্রহণীয়, কারিগরি কৌশলের ওপর সহজেই আরোপিত হয়।

প্রতিমূর্তির পরিকাঠামো

মনস্তত্ত্বের উপকরণ তিনটি সমন্বয় সাধনকারী নিয়মের উপর গঠিত। অদস, অহং এবং অধিশাস্তা (অচেতন মনের পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বা উপাদানসমূহ হল মানুষের জন্মকালীন সত্তা, যার মধ্যে সহজাত শক্তি থাকে, অচেতন সত্তায় বহির্গত হয়ে যায়। অচেতন মনের এই উপাদানসমূহ বা ইড্ সম্পূর্ণভাবে সুস্থ সুন্দর নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং মনের বাসনাকে চরিতার্থ করবার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দাবি করে অথবা একথা বলা যায় যে প্রেরণা দেয়। 'ইগো' অথবা অহং চেতনা অচেতন মনের উপাদানসমূহের অনুপ্রেরণা এবং বাহ্যজগতের প্রত্যক্ষকরণের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অধিষ্ঠিত থেকে অচেতন শক্তিকে সন্তুষ্ট করে রাখে যতক্ষণ না পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপযুক্ত হয়। সুপার-ইগো (অধিশাস্তা) বিকশিত হয় যখন কোনো বিশেষ অবস্থায় সামাজীকরণের পস্থা, মূল্যবোধের, বিশ্বাসের পরিমর্যাদা, বাহ্যিক দিক থেকে নিয়ন্ত্রণাদি নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পরিচালিত হয়।

সুপারইগো অথবা অধিশাস্তা তখনই আসে যখন সে সমগ্রভাবে নিজেকে বাইরে পরিবেশের সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অধিশাস্তা সর্বদা একটা পূর্ণতা প্রাপ্তি চায়, অহং এখানে অদস্ এবং অধিশাস্তার সমন্বয়ে হয়।

সাইকোসেক্সুয়াল অথবা যৌন মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়

ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমে যৌনতার সাথে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি, দূরাতিক্রম হতাশা, আনন্দপূরণের বাসনায় উত্তেজনার উদ্বেক ঘটে। দেহের ইরোগেনাস অর্গানের সাহায্যে তাদের যে যৌন আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণায়ত হয় সেই আনন্দের সাথে সামাজিকতার একটা বিভেদ দৃষ্টি হয়। অযাচিত হতাশা থেকে ইরোগেনাস অর্গানটিকে ফিক্সেসাস করে দেয়।

এইভাবে এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এই ফিক্সেসাস একজনকে নতুন পথ দেখাতে সাহায্য করে, যেটি তারা অপরজনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে আনন্দ পেতে চায়।

(১) ওরাল স্টেজ = (০ - ১½ বছর অথবা ২ বছর) : এই সময় যৌন আকাঙ্ক্ষা অথবা চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে মৌখিক ভাবে। আনন্দ এবং উত্তেজনার প্রকাশ ঘটে অন্যভাবে— (Sucking, Swallowing, and Ingesting) ফ্রয়েডের মতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এই বয়সে স্থির থাকে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলে নানাভাবে আনন্দ উপভোগ মেটাতে চায়—

যেমন : ধূমপান করে, বেশি খাওয়াদাওয়া করে, আঙুল চোষে, জ্ঞান আহরণ করে, প্রসূতি করে। এই ধরনের ব্যক্তি চরিত্রদের ওরাল—ইনকরপোরোটিভ চরিত্র বলা হয়।

(২) অ্যানাল স্টেজ = (২ - ৬ বৎসর) : অ্যানাল রিজিয়ান অথবা দেহের বিশেষ একটি অংশ হল যৌন আকাঙ্ক্ষা বা উত্তেজনা উদ্বেকর বা সঞ্চারক, এই সময় শিশুদের টয়েলোটিং-এর শিক্ষা দান করা হয়। ছোটো শিশুরা

পরিবেশকে আবিষ্কার করতে চায় অথবা বলা যায় পরিবেশকে নতুনভাবে দেখতে চায়। এবং অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে যায়। এই পর্যায়ের মধ্যে যারা মানিয়ে নিয়ে চলে তারা সকল আনন্দকে উপভোগ করতে পারে আর যারা একগুঁয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে। যাকে অ্যানাল রিটেনটিভ বলা হয়।

(৩) ফেলিক স্টেজ (৬ — ১১ বৎসর) : এই সময় শিশুরা অনেক বেশি পরিণত থাকে, তাদের মধ্যে একটা অযাচিত আকর্ষণের প্রবণতা প্রকটিত হয়ে ওঠে (ওডিপাস কমপ্লেক্স — ছেলেদের ক্ষেত্রে, ইলেকট্রা) তাদের অভিভাবকের ক্ষেত্রে (কমপ্লেক্স — মেয়েদের ক্ষেত্রে)

(৪) ল্যাটেন্ট স্টেজ (প্রচ্ছন্ন কাল) (১১ — ১৩ বছর) : এই সময়ে যৌন আকাঙ্খাগুলি অযৌনচিত ক্রিয়াকর্মের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়, যেমন— বিদ্যার্জন শিক্ষা, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ, সামাজিক বিকাশ।

(৫) জেনিটাল স্টেজ (জনন সম্বন্ধীয় পর্যায় — ১৩ বছর এবং তার পরবর্তী সময়কাল) : এই সময় যৌনাকাঙ্খার রূপটি ক্রমশ প্রকাশিত হয়ে ওঠে, লিবিডো-কে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করে। অদস্ সত্তাটি জন্মকালীন একটি সত্তা, সহজাত সত্তার শক্তি প্রকাশিত করে এবং অচেতন পর্যায়ে বাহির হয়ে যায়, মানুষের অদস্ সত্তাটি আনন্দদায়ক নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আনন্দদায়ক অনুভূতির দাবি করে। ‘অহং’ সত্তা অদস্ সত্তার অনুভূতি ব্যক্তির বাস্তব জগতের জাগতিক বস্তুর নিজস্ব অনুভূতি সত্তা যা অদস্ সত্তার বিনোদনমূলক অভিব্যক্তিকে পিছিয়ে নিয়ে যায় যতক্ষণ না পর্যন্ত পরিবেশগত অবস্থা সঠিক হচ্ছে তার সাথে একটা সমন্বয় সাধনের সেতু বন্ধন করে। অধিশাস্তা গুণটি তখনই প্রস্ফুটিত হয় যখন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সামাজীকিকরণ, গভীর মূল্যবোধ, বাহ্যিক জগতের যে ক্ষমতা সেটি নিজস্ব ক্ষমতার বন্ধনের আবদ্ধ করে তোলে। অধিশাস্তার মধ্যে সর্বদা একটা যা সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে, অহং সত্তাটি এগিয়ে চলে এবং অদস্ হল ব্যক্তিত্বের মর্যাদা সম্পন্ন সত্তার সর্বদাই অদস্ এবং অধিশাস্তার মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন হয়।

মানসিক পর্যায় :

ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয় যৌনতা এবং আক্রমণাত্মক সহজাত, না ব্রিডিয়ে চলা, হতাশা, উত্তেজনা যা চূড়ান্তভাবে আনন্দকে পেতে চায়, (tension – reducing mototype) বিভিন্ন সময়ের

ইরিজেনোয়ান হল দেহের সেইসব অংশ যেটি শিশুদের পরিবেশের সাথে আনন্দনায়ক সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ করে। একই স্থানের অহেতুক আনন্দ অথবা হতাশা একটা সংঘর্ষ তৈরি করে, একটি পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে বিকশিত হতে এটি দেরিও হয় অথবা বাধাপ্রাপ্তও হতে পারে। এই সংঘর্ষ যে-কোনো একজনকে নতুন পথ দেখাতে অনুপ্রাণিত করে, যেহেতু তারা বৃহৎ আনন্দকে পেতে অপরের সাথে একটা সংঘর্ষ তৈরি করে।

ডিফেন্স মেকানিজম (প্রতিরোধমূলক কৌশল)

আত্মবোধ প্রতিরোধমূলক কৌশল প্রক্রিয়া গঠন করে মনস্তত্ত্বকে / মনের নানাবিধ উত্তেজনা অথবা আসন্ন সূত্রকে প্রতিরোধ করে।

(১) রিফ্রেসান (সতেজতা) : অপয়োজনীয় চিন্তা এবং আবেগকে অবগত চেতনসত্তা থেকে বহির্গত করে দেওয়া হত।

(২) ডেনিয়াল (অস্বীকার) : যা আনন্দদায়ক নয় এবং যা গ্রহণীয় নয় এমন ঘটনা অথবা উত্তেজনাপ্রদক ঘটনাকে মনে নিতে পারে না।

(৩) প্রোজেকসান (অভিক্ষেপ) : অন্যের চাপিয়ে দেওয়া আবেগ অবচেতনমনে এক অভিক্ষেপণ সৃষ্টি করে।

(৪) প্রতিক্রিয়ার গঠন : গ্রহণযোগ্য নয় এমন স্পন্দনকে বোঝায়, এবং বিপরীতধর্মী স্বভাব এবং অন্যায ব্যবহার আয়ত্ত করে।

(৫) যুক্তি অথবা বিচার সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনা : যুক্তির দ্বারা বিচার করা। যা গ্রহণযোগ্য নয় এমন চাহিদার বিশ্লেষণ।

(৬) স্থানান্তরীকরণ : কম ভয়ের পরিবর্তে হঠাৎ করে বেশি ভয় দেখান।

(৭) পরিশোধন : অগ্রহণীয় সঞ্জন শক্তিকে সমাজের কাছে স্বীকারযোগ্য করে তোলা।

(৮) পশ্চাদপদসরণ : চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুনরায় অতীত শৈশবের প্রান্তে ফিরে দেখা/ফিরে যাওয়া।

সংকটপূর্ণ নবজাগরণ

(১) মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্যে যে সাংকেতিকতা এবং অলীকতার ব্যবহার হয় সেটি সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত এবং সাধারণ করে ব্যবহৃত হয় না।

(২) মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণাত্মক বিচার চূড়ান্ত ও সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুসম্বন্ধীয় হয় এবং এটি পরিচালনযোগ্য ও পরিসাংখ্যিকরূপে গঠিত নয়।

(৩) ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্বকে বোঝাবার জন্য কিছু অল্প সংখ্যক মহিলা / নারীকে নিয়ে গবেষণা করেছেন যারা কিছু নির্দিষ্ট অসুবিধা ভোগ করেছে। ঐ অল্প সংখ্যকের মধ্যে কিছু নারীকে সাধারণভাবে বেছে পরীক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সীমিত উদাহরণ নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন তারা সেই সাধারণ জনতার মধ্যে পর্যবেক্ষিত হয় নি।

5.4. অহং মনোবিদ্যা

আত্মমনোবিজ্ঞানে ইড্ অথবা (অদস্) এর মানসিক জীবনের ওপর প্রতিফলনের একটা ক্রিয়া আছে, সেটি হল মানসিক জীবনে ইগো অথবা অহং সত্তার প্রাথমিক ধারণা সম্বন্ধীয় চেতনা যার দ্বারা ব্যক্তিসত্তাকে চেনা যায়।

ইরিকসন বলেছেন যে মানুষের বিকাশের সময়ে ইগো অথবা অহংসত্তার ৮টি পর্যায়ে উন্নতি ঘটে।

প্রতিটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ইগো অহং সত্তার একটা মানসিক অপূর্ণতা আছে এবং সেটি যে-কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে অনন্যসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রতিটি অপূর্ণতার পর যে ইতিবাচক অথবা সদর্থক দিক সেটি অহং সত্তাকে উৎসাহ দান করে। অন্যান্য নিম্নলিখিত মানসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহু উপকারের চেষ্টা করে।

প্রতিটি অপূর্ণতার সঙ্কল্পলাদি গ্রহণ করে 'ইগো' শক্তির একটা পরিমাপ যোগ করে যার নাম 'মূল্য'।

● অকস্থা বনাম অনাস্থা (শৈশবাকস্থা) :

আশাই হল পুণ্য আস্থাশীল মানুষের সাথে একটা সমতা রক্ষা করা, অথবা এমন মানুষ যারা পারস্পরিক কারোর সাথে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম নয়, অথবা আস্থাহীনতার সাথে সমতা রক্ষা করে চলে, এটি ততদূর পর্যন্ত দীর্ঘায়ত হতে চায়, যেটি শিশু আয়ত্ত করতে পারে।

প্রাথমিক যত্ন নেবার লোক — বিশেষত মা।

● সচল চঞ্চলতা বনাম লজ্জা বনাম সন্দেহপ্রবণতা :

ইচ্ছাই পূর্ণ কর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত দিকে বিকাশ সাধনের জন্য এবং অতিমাত্রায় মেজাজ এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং অপরের নিজস্বদক্ষতার বিষয়ে সন্দেহ চিত্ত হওয়া।

● **কর্তৃত্ব বনাম অপরাধবোধ :**

উদ্দেশ্যসাধনই হল পুণ্য ক্রিয়াকর্ম। মানুষের ব্যক্তিসত্তার পূর্ণবিকাশ সাধনের উন্নতি ঘটে এবং ভুল অথবা অপরাধবোধের চিন্তাধারা সন্দেহপ্রবণতা এবং অপরাধ বোধ সম্পর্কে একটা চেতনা জাগে।

● **শিল্প বনাম ক্ষত্র বোধ :**

প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই পূর্ণতা রয়েছে। একটা নির্দিষ্ট পথে কীভাবে আগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনগুলিকে ভালো রাখবে তার শিক্ষা দান এ ছাড়া অকৃতকার্যতা, প্রতিদ্বন্দ্বিকে অকৃতকার্যকারীকে তার ত্রুটি প্রদর্শন এবং যে-কোনো দ্বন্দ্বের সাথে মোকাবিলা করা।

পরিচয় এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব :

ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার এবং তার সক্রিয় জ্ঞানের বিকাশ হয়; যা বয়ঃসম্বন্ধিষ্ণের সময়ে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম এবং আশা আকাঙ্ক্ষার বিকাশ সাধন ঘটে। আশা এবং ইচ্ছার ওপর খুব আগ্রহবোধ হয় এবং ব্যক্তিসত্তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান লাভে অকৃতকার্যতা লাভ করে।

নিবিড়তা ও বিচ্ছিন্নতা (প্রাক প্রাপ্তবয়সকালীন সময়ে) :

ভালোবাসাই সবথেকে পুণ্য কর্ম। ভালোবাসা, নিরাপত্তা এবং গভীর আস্থাশীলতা দিয়ে একের সাথে অপরের সম্পর্কের উন্নতি সাধন হয় এবং যন্ত্রনাদায়ক ও বেদনাহত সম্পর্কগুলির সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

বিস্তৃতি ও বন্ধতা (মধ্যবয়সকালীন সময়) :

সযত্ন হল পুণ্য কর্ম, উৎকর্ষতা এবং জীবনের সদর্থক দিকের বিকাশ, নিজস্ব সাফল্যলাভের পরিচিতি, এ ছাড়াও অপরের যত্নের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ও যত্নবান রাখা।

অহংসত্তা বনাম হতাশা (বৃদ্ধকালীন সময়) :

জ্ঞানই পুণ্য কর্ম, জীবনের বন্ধ স্থান হতে বেরিয়ে ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরা এবং জীবনটা ব্যর্থ না লাভজনক তা মূল্যায়ন করা দরকার।

5.5. মনুষ্যসংক্রান্ত / মনুষ্যবিষয়ক তত্ত্ব

মনুষ্যসংক্রান্ত তথ্যটি যথেষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের সকল ধারণাই তাদের মনুষ্যত্বকে গড়ে তোলে।

(১) মানুষের ওপর এমনভাবে বিস্তার করে যার মাধ্যমে তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন আত্মপ্রতিফলনের মাধ্যমে এবং যাদের বেছে নেবার ক্ষমতা এবং মনস্থির করার উপায় জানা আছে।

(২) ব্যক্তির অতীন্দ্রিয় অথবা ব্যক্তিসত্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

(৩) ব্যক্তিসত্তার নিজের মূল্যবোধ চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য নিজের অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিয়ে যে কাজটি সে করতে ইচ্ছুক সেটা করে।

রজার এই ধারণা পোষণ করে যে মানুষ সহজাত একটা ধারণা নিয়ে জন্মায় তাদের সুপ্ত ক্ষমতা অথবা সম্ভাবনাসূচক ক্রিয়াশীলতার বিকাশ সাধন করে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা শিক্ষার্জন করে এবং সেগুলির মধ্যে নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা থাকে এবং তাদের কার্যকরী করে তোলে যদি তাদের অবস্থা ভালো হয়। এই কার্যকর ভূমিকাটির মধ্যে আনুকূল্য এবং সুস্বাস্থ্যের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।

রজার (আত্ম স্বয়ংক্রিয়তা) — “নিজস্বতা” বলতে একটা গঠনমূলক স্মৃতি, অনুভব, জ্ঞান বুঝিয়েছেন যাদের (ছেলে অথবা মেয়ের ক্ষেত্রে) জীবনব্যাপী একটা বিশেষ দিক থাকে এবং ‘আমি’ অথবা ‘অহং সত্তার’ সাথে

অপরের সম্পর্কের অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষকরণ করে উপলব্ধি করেন। এবং বৈচিত্র্যময় জীবনের উপকরণকে মূল্যবোধের শিকড়ে বেঁধে এই সম্পর্ককে মূল্যবোধের দ্বারা সম্পৃক্ত করে প্রত্যক্ষকরণ করেন।

রাজারের মতে আত্ম-স্বয়ংক্রিয়তা হল এমন একটা পথ যার সাথে পৃথিবীর বড়ো ক্ষেত্রের একটা সম্পর্কের সূত্র গ্রথিত হয়ে আছে। তার মতবাদ অনুযায়ী একজন শিশু তার নিজের সাথে যেন পৃথিবীর একটা ভিন্নতাকে অনুভব করে, আত্মচেতনার গঠন যেমন একটা নিজস্ব আকার নিতে শুরু করে পরিবেশের সাথে প্রতিক্রিয়াশীলতার পর আত্মচেতনার উদ্ভব ঘটে, বিশেষত সেই জায়গাটায় একটা প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখা গেছে— যখন একজন মানুষ নবচেতনায় উদ্ভূত হতে চাইছে।

আদর্শবোধ হল ব্যক্তির একটা মেনে নেওয়া দিক যার মাধ্যমে মানুষটি কীরকম তা প্রকাশিত হয়।

আত্মচিন্তা/আত্মজ্ঞান একথা বোঝায় যে ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, এই দুইটি উপকরণ একজনের সাথে অপর জনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য তৈরি করে।

যেহেতু শিশু যখন ছোটো নাবালক থাকে তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাকে অপরের ওপর নির্ভরশীলতা নিয়ে এগিয়ে চলতে হয়, শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সেইহেতু মানবশিশুর জন্মের পর থেকেই একটা জন্মগত/সহজাত শ্রদ্ধা করতে থাকে, যার ওপর সে সব থেকে বেশি নির্ভরশীল।

এই পৃথিবীতে শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে টিকে থাকার জন্য আমাদের কারোর না কারোর ওপর নির্ভরশীল। যে-কোনো একজনের সাথে সম্পর্কের সূত্রটি গ্রথিত হয় এই সকল প্রয়োজনীয় চাহিদার ক্ষেত্রে সহায়ক হল, এই সকল ইতিবাচক। শ্রদ্ধার দিক। এর ফলে একটা মূল্যবোধ এবং অপরের সাথে একটা অভ্যন্তরীণ শ্রদ্ধামিশ্রিত সম্পর্ক তৈরি হয়।

5.6. প্রশ্নাবলি

1. ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝায়? ব্যক্তিত্বের তত্ত্বগুলি কী কী?
2. ব্যক্তিত্বের যে কোনো একটি তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
3. সাইকোসেকসুয়াল স্তর বলতে কী বোঝায়? প্রত্যেকটি স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

5.7. গ্রন্থপঞ্জি

1. Developmental Psychology : A Life-Span Approach (5th Edition)–by Elizabeth B. Hurlock
2. Human Development (9th Edition) by Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds and Ruth Duskin Feldman

একক - 6 □ মানুষের চরিত্র / আচরণের গতিপ্রকৃতি, ধারণা নিয়ম এবং বিভিন্ন ধরন জীবতত্ত্ব সম্পর্কীয় এবং সামাজিক গতিপ্রকৃতি

গঠন

- 6.1. ভূমিকা
- 6.2. প্রেষণা শক্তির ধারণা
- 6.3. অভ্যপ্রেষণ সম্পর্কে কতগুলি মতবাদ
- 6.4. শ্রেণিবিভাগ
- 6.5. প্রশ্নাবলি
- 6.6. গ্রন্থপঞ্জি

6.1. ভূমিকা

গতিপ্রকৃতি অথবা সঞ্চারন শক্তির ওপর নিয়মবদ্ধভাবে শিক্ষার পর সমাজকর্মীরা একটা স্থানে উদ্ভীর্ণ হবে যা আচরণের সাথে সম্পৃক্ত এবং যার মাধ্যমে আমরা সুযোগ্য আচরণ সম্বন্ধীয় অথবা ব্যবহার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলি জানতে পারব। এক্ষেত্রেও এটা সাহায্যজনক বিষয় যে-কোনো মানুষ যা ভাবে তাই তার ব্যবহারের মধ্যে উঠে আসে। কেননা মানুষের আচরণ একই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মানুষের কোন্ বিষয়টি মানুষকে অন্যান্যদের তুলনায় পৃথকসত্তায় গঠিত করে? অথবা একজনের সাথে অপরজনের মিল ঘটে কোন্ আচরণের সংস্পর্শে এসে?

মানুষের এই সকল অভ্যাসের উপকরণাদিকে বুঝতে পারা যাবে সেইভাবে যেভাবে এর ধারণা করা হয়েছে। মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় দিকের ওপর সমাজকর্মীদের একটা আলোচনামূলক দিক তৈরি হবে।

6.2. প্রেষণা শক্তির ধারণা

লাতিন শব্দ 'মোভেরি' থেকে মোটিভেশান কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ হল 'গতি'।

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী বলা যায় যে গতিপ্রকৃতি অথবা প্রেষণা (সঞ্চারনশক্তি) অথবা অচেতন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া যার মাধ্যমে মনোবৈজ্ঞানিক অথবা সামাজিক ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পৌঁছাতে সক্ষম হবে এবং আচরণসম্বন্ধীয় কাজ পরিচালনা করবে।

বেঞ্জামিন বি. লেহে 'মোটিভেশান' অথবা সঞ্চারনশক্তি বলতে একটা অভ্যন্তরীণ দিককে বুঝিয়েছেন যা আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে এবং ভাবনা ও চিন্তার একটা পরিচালনা শক্তি হয়ে কাজ করে। এ ছাড়া তিনি আরও বিস্তৃতভাবে বলেন যে (গতিপ্রকৃতি) সঞ্চারনশক্তি জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজিত, বা জাগরিত হয়ে যেন পরিচালকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বলে যে যা আমরা ভাবি, তাই অনুভব করি প্রয়োগ করি।

রবার্ট এ. ব্রাণের মতে সঞ্চারনশক্তি এমন একটা অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা থাকে সোজাসুজি পরিস্থিতি অনুযায়ী লক্ষ করা যায় না। কিন্তু যা ধ্রুব সত্য, যা সক্রিয়, এবং মানুষের কাজকে পরিচালনা করে তুলে ধরতে পারে।

জর্জ মিলারের মতে মোটিভেশান অথবা সঞ্চারন শক্তি এখনই যা অঙ্গুলির দ্বারা যেন জীবতত্ত্বমূলক, সামাজিক

এবং মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে যা আমাদের আলস্যকে পরাজিত করে দূরীভূত হবে এবং আমাদের গতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা না হলে ধীরে ধীরে এগোয়। ধীরগতিতে, কার্যকারীতে এগোবে।

রিচার্ড ডব্লু. স্কুল সঞ্চালন শক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যেমন শক্তি হল—

(ক) **আচরণের শক্তি** : মানুষের আচরণের সূত্রপাত কে কবে স্বভাবজ্ঞাত ছাঁচ অথবা আচরণে পরিবর্তিত হওয়া। কে কাজের শক্তির অনুপ্রেরণা জোগায়, এবং কত শক্ত অথবা দৃঢ় ভাবে একজন মানুষ কাজ করতে পারে।

এই উপকার সঞ্চালন শক্তির এই উপকরণ একটি বিশেষ প্রশ্নের ওপর নির্ভরশীল, “মানুষকে কি পরিবর্তিত করে”? ?

(খ) **আচরণের পরিচালনা** : কোন্ আচরণটি বিশেষ ভাবে গ্রহণীয়? এই উপাদানসমূহের দ্বারা সঞ্চালন-শক্তির রূপের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং নানারূপ আচরণগত তারতম্যের কারণে একটা বৈষম্য তৈরি হয়।

(গ) **সম্ভাব্য আচরণ** : ব্যক্তি তার নিজের আচরণের ধরন সবসময় কি নির্দিষ্ট থাকে এদিক থেকে, বলতে গেলে প্রশ্ন এই আচরণের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ফিলিপ. জি. জিমবারডো এবং অ্যান এল ওয়েবনার এর মতানুযায়ী একথা বলা যায় যে সঞ্চালনশক্তি হল একটি অভ্যন্তরীণ কৌশল যা একটি ক্রিয়ার ওপর অপর একটি প্রতিক্রিয়ার চাপ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য শক্তির স্পন্দন এবং ক্রিয়াশীলতার অস্তিত্ব। তাদের মতানুযায়ী সঞ্চালনশক্তির ধারণা মোটামুটি পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত।

(১) **আচরণগত পরিবর্তনশীলতার জন্য হিসেব** :

আমরা তখনই সঞ্চালনশক্তির উপমা দিই যখন মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শীলতা একনাগারে সচল এবং ক্ষমতা, দক্ষতা, অভ্যাস, ইতিহাসের ওপর পুনরালোচনা অথবা সুবিধা প্রভৃতির পরিছাপ বোধগম্য হয় না।

(২) **জীববিদ্যা ও আচরণের মধ্যে সম্পর্ক** :

আমরা জীবতত্ত্বমূলক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে সৃষ্ট এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিও আপনা-আপনিই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পরিচালিত হচ্ছে, বিপরীত দিকে তখনই এই কৌশলবিদ্যা ব্যাহত হয় যখন আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা হয় না এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ব্যাহত হয়।

(৩) **ব্যক্তিগত স্থান থেকে নৈব্যক্তিক পর্যায়ের কাজ** :

সাধারণ ভাবে একজনের আচরণের দুটি দিক আছে। (ক) মুখের মূল্যায়ন অথবা উপসর্গ হিসাবে দেখা অথবা নীলস্তু আবেগ অথবা অভিপ্রায়ের নীচে মনের ভাবকে বোঝান। জ্ঞানের গবেষক এবং সমাজ মনস্তত্ত্ব গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত দেন যে মানুষ তৈরি করে আচরণের কারণ, এটি তাদের নিজস্ব নাকি অন্যের।

উদাহরণ সহযোগে বলা যায় যাকে তুমি ভালোবাস তাকেই তুমি জন্মদিনে ডাকতে ভুলে গেলে, তুমি এই ভুলে যাওয়াটাকে তাচ্ছিল্য করে দেখলে, পাশাপাশি তুমি ভুলে গেলে তুমি সেটাকে তোমার ব্যস্ততাকে দোষারোপ করলে।

(৪) **যে-কোনো কার্যের জন্য একটা দায়িত্ববোধ তৈরি করার প্রচেষ্টা** :

নিজস্ব দায়িত্ববোধ জন্মানোর মূল দিকগুলি আইন, ধর্ম, এবং নীতির ওপর গঠিত, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ মানুষের অন্তর্নিহিত আবেগকে কোনো কিছু ঘটবার পূর্বেই বুঝে যায়। মানুষের নিজস্ব দায়িত্ববোধ সম্পর্কে ধারণাটি হল মানুষ সচেতনতা অভিপ্রায়কে নির্দেশনা দেয়, এই আচরণগত দিকটিকে আমরা ইচ্ছাপ্রসূত দিক বলি, মানুষ এই কার্যকারণে নিজস্ব দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত, আমরা কাউকে তার কৃতকার্যতার জন্য প্রশংসাও করতে পারি না আবার তার খারাপ কার্যের জন্য তাকে শাস্তিও দিতে পারি না।

(৫) অধ্যবসায় সহযোগে প্রতিকূল পরিবেশকে বিবৃত করা :

পরিশেষে প্রেষণা পরিকল্পনার আমাদের সাহায্য করে কেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন উদ্দীপকের মাধ্যমে একইভাবে কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করে। একমাত্র অনুপ্রেরণার দ্বারাই আমরা ক্লাস্তি থাকলেও ক্লাশ নিই অথবা আমাদের সাধনুযায়ী আমরা খেলাধুলা করি; এমনকি যখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের আর কোনো জেতার উপায় নেই।

সঞ্চারন শক্তির কিছু বিশেষ ধারণা

(as found in <http://www.nos.org/PSY12/P2h10.1.htm>)

যে শক্তির দ্বারা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্নভাবে পরিচালিত হয় তাদের —

প্রয়োজন

গতি

লক্ষ্য

সহজাত

চাহিদা — বলা হয়।

এই নির্দিষ্ট কথাগুলির একের সাথে অপরের পার্থক্য অত্যন্ত জরুরি

(a) চাহিদা : চাহিদা হল এমনই একটা অবস্থার অভাব, যা আমাদের দরকার এবং যার মাধ্যমে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-এর চাহিদা মেটে, এবং একটা সমতা রক্ষিত হয়।

এই প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন খাদ্য ও জলের প্রয়োজনীয়তা মানসিক প্রয়োজন, যার অভাবে আমাদের শরীরের বহু ক্ষতি হতে পারে। মলমূত্র নিঃসারণেরও একটা মনোবৈজ্ঞানিক সম্মত প্রয়োজন আছে যার দ্বারা বর্জ্য পদার্থ আমাদের শরীর থেকে বেরোলে আমাদের শরীর সুস্থ মনে হয়।

সেইপ্রকার কারোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে একটা সামাজিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা সূচিত হয়। এ ছাড়া আর বাদবাকি প্রয়োজনীয় দিকগুলি হল) সম্মান, অর্থ, অবস্থা, স্নেহ ইত্যাদি। মানুষ যখন দেখে যে তার প্রয়োজন সঠিক ভাবে পূর্ণ হচ্ছে না তখন সে কিছুটা ভীত হয়ে পড়ে। যখন আমরা ক্ষুধার্ত হই অথবা তৃষ্ণার্ত হই তখন আমাদের খাবারের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ সেই প্রয়োজনটাকে চরিতার্থতার জন্য আমাদের দেহ একটা সমতা রক্ষা করতে চায়। এই প্রয়োজনীয়তাকে মোটামুটি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যায় যেমন) প্রাথমিক অথবা মানসিক প্রয়োজন, মধ্যম অথবা সামাজিক প্রয়োজন, খাবার, জল, যৌনতা এগুলি সবই প্রাথমিক চাহিদার রূপ, আর সাফল্যলাভ, স্বীকৃতি, ক্ষমতা এগুলি সামাজিক চাহিদার প্রতিফলন।

(b) অভিপ্রায় : ‘অভিপ্রায়’ কথাটির মাধ্যমে আমরা একটা লক্ষ্য পৌঁছাতে পারব যেটি আমাদের আচরণকে পরিচালনা করছে এবং অবস্থাকে অনুপ্রেরিত করছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং আচরণের মাধ্যমে। এটি সাধারণত আমাদের একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মাধ্যমে একটা অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসে, যা আমাদের আড়ালে জাগরিত করে, আমাদের সচেতনতা জাগায় অথবা এমন আচরণ তৈরি করে যার দ্বারা যথাযথভাবে একটা পরিতৃপ্তি আসে। অভিপ্রায়ের মাধ্যমেই ব্যক্তি নিজে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পৌঁছতে পারে, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তার নিজের এই অভিপ্রায়ের দিকে ছুটে যায়। যদি তুমি ২৪ ঘণ্টাই খাবার না পাও যখন তুমি খাবার পাবে তখন তুমি ছুটে যাবে কারণ তুমি খাবারের জন্য পাগল।

(c) **লক্ষ্য** : লক্ষ্য হল এমন কিছু যা আমরা ভাবি, চাহিদা এবং অভিপ্রায় অনুযায়ী আমরা যা দিয়ে পূরণ করে থাকি। যখন আমাদের ক্ষিদে পায় তখনই আমরা খাই, অর্থাৎ এই খাওয়াটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের প্রায় সকল আচরণের মধ্যেই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য লুকিয়ে থাকে। খুব কমক্ষেত্রেই আমরা অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করে থাকি। সুতরাং একথা বলা যায় যে আমাদের আচরণের কিন্তু কোন বাহ্যিক লক্ষের প্রয়োজন হয় না। এটি নিজেই আনন্দ লাভ ও সন্তুষ্ট হয়। কিছু মানুষ নাচ বা গান করে শুধুমাত্র তারা নাচ বা গান ভালোবাসে বলে।

(d) **সহজাত** : সহজাত প্রবৃত্তি হল এমন একটা জন্মগত জীবতত্ত্বের শক্তি যার দ্বারা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি একটা বিশেষভাবে সঞ্জালন করে, একটা সময় আমাদের সকল প্রবৃত্তিগুলিই ছিল সহজাত প্রবৃত্তি। যেমন— কৌতূহল, মারপিঠ, ইত্যাদি।

একথা অনেকেই স্বীকার করেন যে সহজাত প্রবৃত্তি বংশপরম্পরায় স্বভাবের মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা তার পরিশোধন করা যায়, মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এটি ঠিক প্রযোজ্য নয়। পশুর আচরণে কিছু সময় এই প্রবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

(e) **আকাঙ্ক্ষা / অভীক্ষা** : আকাঙ্ক্ষা বোধটি সর্বদা মনস্তাত্ত্বিক সম্মত হয় না, কিছু সময় এটি এইভাবে প্রযোজ্য হয় যে একজন কীভাবে চাইছে। সাধারণত আকাঙ্ক্ষা কথাটি একেবারে মূল অভীক্ষার একটা রূপ। ভারতীয় মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্যে এই আকাঙ্ক্ষা কথাটিকে অন্যরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। “Misery Arid Stress”

6.3. অভিপ্রেষণ সম্পর্কে কতগুলি মতবাদ

অভিপ্রায় সম্পর্কে সাধারণভাবে বহু প্রশ্ন আছে, যেমন— কোনো কিছু মানুষকে মনে হয় সফলকামী, কেউ আবার নিজস্বভাবে অনুপ্রাণিত; কোথা থেকে ইচ্ছা, গতি আসে, এই বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্যাদির আলোচনা করতে পারব যেগুলি সমাজবিদ্যার কাজ সংক্রান্ত বিষয়।

প্রবৃত্তিজাতমতবাদ :

প্রতিটি মানুষ এবং পশু একটা নির্দিষ্ট আচরণ এবং জ্ঞান নিয়ে জন্মায় যে কীভাবে তারা এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে জন্মকালীন সময় থেকেই এই জ্ঞান পূর্বপরিকল্পনা মাফিক লিপিবদ্ধ হয়ে পশু অথবা মানুষের জিনের মধ্যে।

উদাহরণ সহযোগে বলা যায়— একটি মাকড়সার জাল বোনাটাই তার প্রবৃত্তিজাত ক্ষমতা সুতরাং সে জাল বোনা না দেখলেও সেইভাবেই সে জাল বুনে যাবে, এর সহযোগে বলা যায় যে মানুষের ক্ষেত্রেও যখন শিশু জন্মায় তখন সে কাঁদে। কান্নাটার মাধ্যমে সকলে তার ক্ষুধার্ত ভাবটি উপলব্ধি করতে পারে।

তিনজন ফাংশানালিস্ট মনোবৈজ্ঞানিক যেমন— উইলিয়াম জেনার (১৮৯০), উইলিয়াম ম্যাকডোগাল (১৯০৮) এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৯১৫) তাদের প্রবৃত্তিজাত মতবাদ সম্পর্কে বলেন যে মস্তিষ্ক প্রসূত কারিগরি কৌশল পরিবেশের সাথে এক হয়ে প্রবৃত্তিজাত আচরণ সৃষ্টি করে। উইলিয়াম জেমস্-এর মতে সহজাত জিনিসটি প্রকৃতিজাত কারণ তারা মানুষ এবং পশুকে পরিবেশের দিক থেকে সাহায্য করে।

উইলিয়াম ম্যাকডোগাল প্রবৃত্তিগুলি বংশগতির দ্বারা প্রবাহিত হয়েছে তিনটি পর্যায়ে— উৎসাহশীল অ্যাসপেট, কার্যকরি অ্যাসপেট, চূড়ান্ত সাফল্যের পরিচালনা, ফ্রয়েডের কাছে প্রবৃত্তির বিভিন্ন প্রকার অর্থ আছে— এটির কোনো সজ্ঞান কার্যকারিতা নেই— এর কোনো পূর্বপরিকল্পনাও নেই যেহেতু বেশির ভাগ সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ক্রিয়াকৌশল অযাচিত থাকে কিন্তু প্রবৃত্তিগুলির যে অঙ্গসঞ্জালন সেটি বিস্মৃত এবং তার একটা নিদারুণ ভাবে চিন্তার উপায়, অনুভব এবং ক্রিয়াশীলতার সাথে সম্বন্ধ আছে এবং মাঝে মাঝে সেটি বিপরীতমুখী ভাবে চলে।

এই অভ্যন্তরীণ মূল্য এবং অবস্থাকে “Condition of worth” অথবা অত্যন্ত “খারাপ অবস্থা” বলা হয়। এই অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে মানুষ নিজে কীভাবে আত্মশ্রদ্ধার পথে উন্নীত হয় এবং সেইসকল ডিগ্রির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যার মাধ্যমে তার অবস্থার পরিমাপ করা হয়।

রজার ব্যক্তিত্বের অবস্থা পরিণতিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(১) অভিজ্ঞতাগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিজের সাথে অপরের একটা সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

(২) অভিজ্ঞতাসমূহকে অবহেলা করার জন্য এমনভাবে ভঙ্গিমা গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে নিজস্ব পরিকাঠামোর সাথে যে কোনো সম্পর্ক নেই তা বোঝা যায়।

(৩) আত্মচিন্তার সাথে একটা বিরোধ / বিভেদ সৃষ্টির ফলে অভিজ্ঞতার রূপটি বিকৃত হয়ে যায়।

রজার হেলদি ফাংশানিং প্রস্তুত করার জন্য

নমনীয়তা,

অভিজ্ঞতার একটা রূপ

কিন্তু প্রাথমিক প্রবৃত্তিগুলির কোন গাণিতিক ঐক্য নেই। ম্যাকডোগালের মতে ১৮টি প্রবৃত্তি আছে যেখানে সমাজতত্ত্ববিদ বার্গারের মতে ৫,৭৫৯টি প্রবৃত্তি আছে। রবার্ট এস ফেল্ডম্যান এই মতবাদের সমালোচনা করেছেন প্রবৃত্তির যে ধারণা সেটি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে না, সেটি একটি নির্দিষ্ট আচরণের ছাপ তৈরি করে, এবং অপর কেউও সেই ভাবে এগোতে পারে না। তিনি একথা বলেন যে পশুদের ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিগত আচরণ লক্ষ করা যেতে পারে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সর্বদা এই প্রবৃত্তিগত আচরণটি ঠিক উপযুক্ত হতে পারে না। উপরন্তু শিক্ষার তথ্য থেকেই একথা প্রমাণিত যে শিক্ষার আচরণটি আগেই ঘটে, কিন্তু একথা সত্য নয় যে তারা সেই আচরণটি নিয়েই জন্মায়। শেষোক্ত পর্যায়ে বলা যায় বুথ বেনিডিক্ট (১৯৫৯) এবং মার্গারেট মেদ (১৯৩৯) প্রবৃত্তিগত তথ্যের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন সাধারণ যে অভিপ্রায় সেটি মানুষের আচরণগত অভিপ্রায়ের পরিবর্তন ঘটায়।

লঘুকরণের মতবাদ :

১৯১৮ সালে রবার্ট উডওয়ার্থ অভিপ্রায়ের অভ্যন্তরীণ চালনা শক্তি সম্পর্কে ধারণা করেন যেটি মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। তার কাছে চালনাশক্তি হল একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাধারণ চালনাশক্তি যার তেলের কাজটিই হল উদ্দীপনার চালনাশক্তি। তিনি একথাও বলেছেন যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে চালক শক্তি আছে সেটি সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণের চাবিকাঠি।

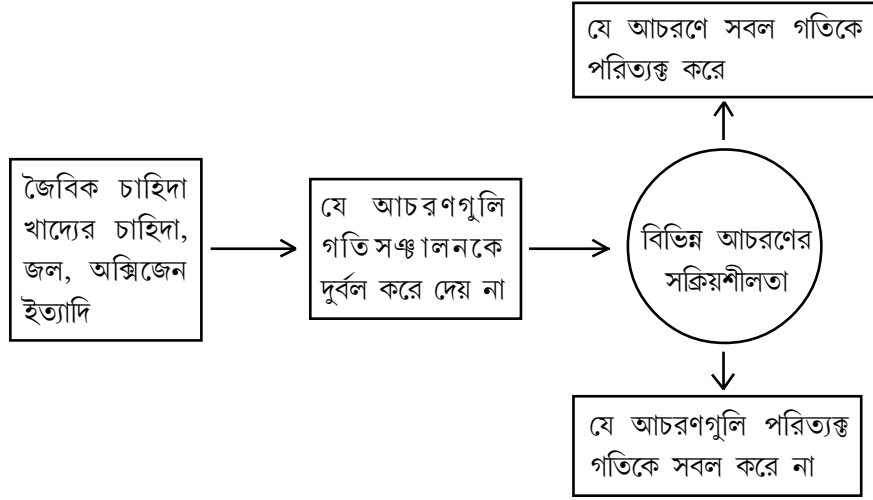
এই মতবাদটি ক্লার্ক হুল (১৯৪৩, ১৯৫২)-এর দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্তি পায়। তার মতে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা অভ্যন্তরীণ জৈবিক চাহিদা আছে যেটি একটি নির্দিষ্ট দিকে আচরণকে বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। হুল-এর মতবাদে এই অভ্যন্তরীণ দিকের যে উদ্দীপনা সেটিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত, যার দ্বারা মানুষ অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখতে পারে।

হালস এর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত শক্তি শিক্ষার অভিপ্রের্ত এবং উৎসাহ আরও বাড়িয়ে তোলে তিনি একটি এই প্রসঙ্গে সুন্দর উপমা দিয়েছেন যেমন ক্ষুধার্ত হাঁদুর যখন শুধুমাত্র স্কীনার বক্স-এর যন্ত্রটা খুলতে জানে কারণ সে জানে যে তার কাজের এই অভিপ্রের্তের দ্বারাই যে তার ক্ষুধা মেটাতে সক্ষম হবে। এবং সেই খাবারটিই তার পুরস্কার মেটানোর পক্ষে সম্ভব হবে। এই মতবাদটিকে সাইকোলজিক্যাল ডিসইকুলিব্রিয়াম (অর্থাৎ ইকুলিব্রিয়ামের সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ, যেমন— ব্লাডস্ট্রিমে গ্লাইকোসিস অথবা গ্লুকোজ যদি বেশি থাকে) প্রাথমিক চাহিদা

জাগরিত করে যা আমাদের উত্তেজনা ও আবেগের সাথে সম্পৃক্ত যেটি আমাদের আগ্রহকে বয়ে নিয়ে চলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তাৎক্ষণিক ইক্যুলিব্রিয়াম সঞ্চারের দিকে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বয়ে নিয়ে চলে।

(ডিমেট্রিও — ১৯৯৮)

এই ড্রাইভ মতবাদের দ্বারা বোঝা যায় যে গতিসঞ্চারন হল এমন একটা প্রক্রিয়া যার দ্বারা বহু জৈবিক চাহিদা বিভিন্ন কার্যের দিকে আমাদের ঠেলে দেয় আমাদের চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য।



[Adopted from Psychology, 5th Edition, Robert A. Baron, 2001]

ব্যারণের মতানুযায়ী আচরণগুলি একজনের কাজের গতিকে পরিত্যক্ত করে সেগুলি সরল এবং সেগুলি বারে বারে প্রয়োগ হয়। বিপরীতে তিনি এটিও যুক্ত করেন যারা এই চাহিদার প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদনশীলতা ঘটতে অক্ষম, তারা দুর্বল এবং গতিটি উপস্থিত থাকলেও তারা আর পুনঃপ্রচারিত করতে সক্ষম হয় না। যদিও গতি সঞ্চারন মতবাদটি এই কথা বিবৃত করে যে কীভাবে প্রাথমিক গতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আচরণগত পরিবর্তনশীলতার সৃষ্টি করে কিন্তু এই গতির অক্ষয়ী সঞ্চারন বিভিন্ন প্রকার খারাপ দিককে ভোগ করে।

(১) এটি অত্যন্ত প্রচলিত যে মানুষ তার অবয়বকে সুন্দর করবার জন্য ওজন বাড়ানো থেকে কমানোর দিকে অধিক নজর দেয়, যেমন— তারা খাদ্যতালিকা থেকে স্নেহজাতীয় খাবার খাওয়া বর্জন করে।

(২) মনস্তত্ত্ববিদ মনোবৈজ্ঞানিকেরা যেমন— কার্ল রজার্স তর্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন চাহিদার সুউচ্চ আদেশ হল নিজস্ব সঠিকত্ববোধের চাহিদা যেটি মানুষের জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এবং তিনি বলেন যে এটি শিশুর দুগ্ধপান করার সময়কাল থেকে যৌনতাপ্রাপ্তি কালের কার্যের মত এত দীর্ঘায়ত সরলীকৃত সম্পর্কযুক্ত হয়ে আসে না।

(৩) ফেল্ডম্যানের মতানুযায়ী কৌতূহল এবং রোমাঞ্চকর আচরণ সন্দেহের কারণ সৃষ্টি করে চলচ্ছক্তি পরিত্যক্ত তা সঞ্চারনশক্তির সম্পূর্ণ মনোভাব নিয়ে বিস্তৃত হয়। তা অপেক্ষা সঞ্চারনশক্তির বর্জনের চেষ্ঠায় মানুষ এবং পশু দুই শ্রেণিই গতির বর্জনের আশা নিয়ে তাদের সম্পূর্ণ উদ্দীপনাশক্তি এবং কার্যকারিতাকে উন্নত ভাবে পরিচালনা করতে চায়।

জাগরণের মতবাদ :

‘অ্যারাউজাল’ অথবা জাগরণের মতবাদটি মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করে। এই চিন্তাধারাটিকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যার দ্বারা মনে হয় একজনের শরীর থেকে মন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে জেগে ওঠে।

এই অ্যারাউজাল থিওরি-ই প্রথম দেখায় যে মানুষ একটা সীমা পর্যন্ত তার জাগরণের ক্ষমতাকে বাড়াতে পারে— খুব অধিকও নয় খুব অল্পও নয়— যার দ্বারা সে সুবিধা ভোগ করে।

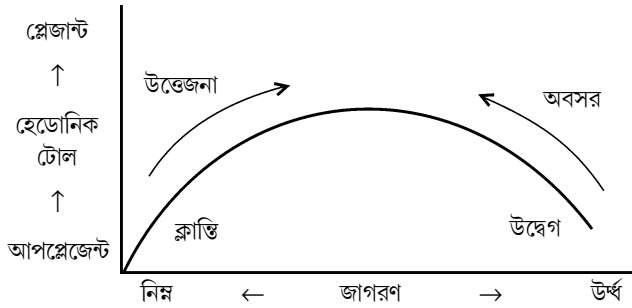
যদি নীচু সীমার দিকে চলে যায় তাহলে মানুষ অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করে এবং উদ্দীপকের দ্বারা পুনরায় সঞ্জালন করে। বিপরীতে যদি অধিক পরিমাণে বেড়ে যায় তখন পরিবেশ থেকে জাগরণের ক্ষমতার হ্রাস ঘটানো হয়।

যাই হোক এই মতবাদ একটি বিষয়ের বিরোধিতার মতবাদ পোষণ করে বলে যে মানুষ কখনো নিম্নসীমারেখাটি মেনে নিতে পারে না এক্ষেত্রে অপটিম্যাল অ্যারাউজাল সীমাটি হল মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে এবং বর্তমানের কাজকে মেনে নেওয়ার পক্ষে অত্যন্ত সঠিক। অর্থাৎ আমাদের কাজের প্রকৃতির ওপর এই লেবেলটা নির্ভর করে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে যখন আমরা সেলাই করি, ছুরি বা ধারালো কোনো বস্তু দিয়ে কিছু চাঁছি তখন নীচু সীমার দিকে জাগ্রত হয় আর যখন কোনো খেলাধুলা বিষয়ক কোনো কাজ করি তখন সেটা সব থেকে ভালোদিকে যায়।

এই অপটিম্যাল লেবেল/পরিসীমাটি ব্যক্তি বিশেষে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

অপটিম্যাল অ্যারাউজাল মডেল/প্রতিমূর্তি
(হেব ৬৯৫৫)



[Source : [http : reversalththeory. org / RT Theory Motiv. htm Arousal](http://reversalththeory.org/RT%20Theory%20Motiv.htm)]

ফিলিপ জি. জিয়ারডো এবং অ্যান এল. ওয়েবারের লেখার রূপ থেকে আমরা একটা সুন্দর উপমা পাই— ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হাঁদুর একটি কলামবিয়া অবস্থাকসান বক্সে আটক আছে— সেখানে ইচ্ছা শক্তি অথবা প্রেষণা শক্তি বৃদ্ধি পেলে কাজের ভূমিকাটিও বাড়তে থাকবে এবং ক্রমশ সেটা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে। এই ‘U’-প্যাটার্নের অকৃতি থেকে প্রেষণাশক্তি বৃদ্ধি এবং হ্রাস দুটোই বোঝা যায়।

এই গবেষণার দ্বারা আমাদের কাজের জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ধারণাটি তৈরি করা যায় যেটি আমাদের কাজের পরিস্থিতি অনুসারে গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হয় (লেহের মতে ২০০২) যদি অত্যন্ত নিম্ন সীমার নীচে থাকে তাহলে

কাজটি অপরিপূর্ণ হয়ে যায় আর যদি উচ্চ সীমার দিকে থাকে তাহলে কাজটির মধ্যে কোনো পরিশীলিত ভাব থাকে না এবং সেটা অবিন্যস্ত হয়ে যায়। এই ধারণাটির সাথে ইয়ারকেন- ডডসন এর নিয়মের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

Yarkes – Dodson Law পর্যবেক্ষণ করে বলেন যে পর্যবেক্ষণমূলক সম্পর্কটি তৈরি হয় অ্যারাউজাল এবং কাজের মধ্যে।

এর দ্বারা বোঝা যায় কাজটি উন্নত হয় জ্ঞান জাগরণের সাথে কিন্তু সেটি একট নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বয়ে চলে, যদি এই সীমারেখাটি খুব উঁচু দিকে যায় তাহলে জাগরণী শক্তিটি বেড়ে যায় আর যদি নীচু সীমার দিকে যায় তাহলে জাগরণী শক্তিটি কমে যায়। এই সিদ্ধান্তটি হল জাগ্রত শক্তির একটা যে-কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য অপটিম্যাল লেবেল থাকে।

এই জাগরণী মতবাদটি কিছু নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে ভোগ করে।

(১) অপটিম্যাল লেবেল অফ অ্যারাউজাল একজন মানুষ থেকে অপর মানুষের সংবেদনের সাথে পরিব্যাপ্ত হয়, অথবা যে মানুষ স্বল্প উদ্দীপনা পছন্দ করে সেটি সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না।

(২) যে জাগরণ শক্তিটির মধ্যে জটিলতা রয়েছে সেটি বিভিন্ন ধরনের কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে, এটি কোনো সরলীকৃত কেন্দ্রীয় গতিসংগঠনক শক্তি নয়।

(এক্সপেকট্যান্সি মতবাদ)

একটি বিশেষ গাণিতিক হিসাবের দ্বারা ১৯৬৪ সালে ভিক্টর ভ্রুম এই মতবাদটিকে অগ্রসরের পথে নিয়ে যান।

প্রেষণাশক্তি : সম্ভব্য কৃতকার্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায় (আশাপ্রদ) কৃতকার্যতা ও পুরস্কারের সম্পর্ক (ইনস্ট্রুমেন্টালিটি) কৃতকার্যতা দিকে নিয়ে যাওয়ার মূল্য (Volance Value)

প্রেষণাশক্তি — আচরণ, কার্যকারিতা ও কাজ এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত থাকে (রিচার্ড ডব্লু স্কুলের দ্বারা লিখিত ২০০২)

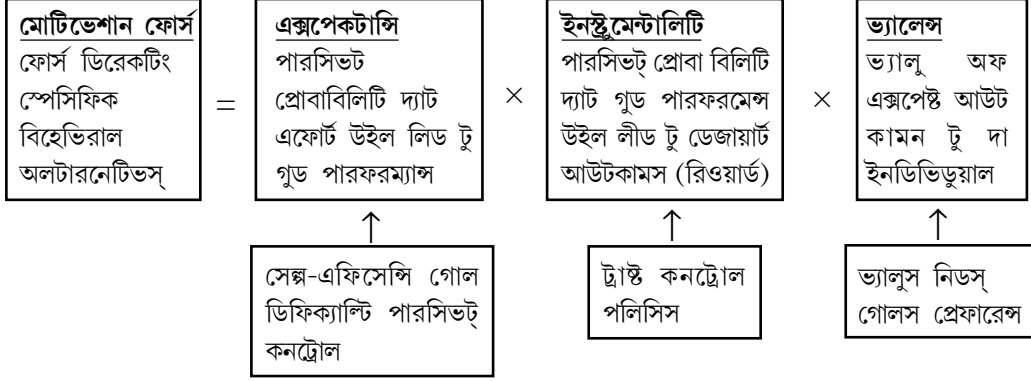
(এক্সপেকট্যান্সি) প্রত্যাশিত— সম্ভব্য (E → P) : প্রত্যাশিত বিশ্বাসটি এই পর্যায়ে তৈরি হয় একজনের প্রতিক্রিয়া প্রার্থিত সাফল্যের গোড়ায় পৌঁছে দেবার কাজ করে। এই বিশ্বাস এবং ধারণাটি একজনের পূর্বঅভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, নিজস্বতা (নিজস্ব ফলদানের অভিজ্ঞতা প্রাপ্তি) কাজের যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূলক অসুবিধাটি ব্যক্ত করে।

ইনস্ট্রুমেন্টালিটি : প্রেষণাবিলিটি (পি → আর)

ইনস্ট্রুমেন্টালিটি থেকে এই ধারণার বিশ্বাস পাওয়া যায় যে যদি কেউ তার আশানুযায়ী তার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তবে সে উন্নতি, লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাবার সাফল্য, পরিচিতি অথবা প্রশংসাসূচক পরিচিতি পাবে, পুরস্কারের মূল্যের কাজের সীমাটি নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই সময় ইনস্ট্রুমেন্টালিটি নীচু সীমার দিকে থাকে।

যদি প্রফেসর শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেককে 'A' দেন তবে— অর্থাৎ কোনো শ্রমহীন কাজ— তবে ইনস্ট্রুমেন্টালিটি নীচুর দিকে চলে যাবে।

ভ্যালেন্স : ভ্যালেন্স কথাটির অর্থ হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী যে পুরস্কার দান করা হয়, এইটি একমাত্র সম্ভব হয় ব্যক্তির— চাহিদা, সাফল্য, মূল্য এবং প্রেষণার উৎস অনুযায়ী ঘটে।



Source : <http://www.Cba.uri.edu/scholl/Notes/MotivationExpectancy.html>.

হিউম্যানিস্টিক থিওরি :

কার্ল রজার্স এবং অ্যাব্রাহাম মাসলো (১৯৫৪ এবং ১৯৭০) এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন যে প্রেষণাগত আচরণগত এবং ফ্রিউডিআন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা একটি প্রশ্নই উদ্বেক হয়— “কেন মানুষ এই কাজ করে?”

রজার্সের মতে সাধারণ মানুষের দুটি সম্পূর্ণ চাহিদা এবং তা পূরণের কাজটি অতিপ্রয়োজন ভালোমানসিকতার জন্য এই সকল চাহিদাগুলি নিম্নোক্ত পর্যায়ে লিখিত (হেয়েস এর মত ২০০০) :

(১) ভালো ফলের চাহিদা : প্রতিটি মানুষ অপরের কাছ থেকে একটা সদর্থক চাহিদার ইচ্ছা লাভ করতে চায়, এটাকে অনেকে মনে করেন অপরের কাছে ভালোবাসা চাওয়া পাওয়ার আশা। রজার্স মনে করেন যে যতক্ষণ মানুষ মানুষের থেকে ভালো ব্যবহার পায় ততক্ষণ সে এই শ্রদ্ধা রাখার চেষ্টা করে। এই চাহিদার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে তখনই যখন মানুষ সুসম্পর্ক তৈরি করে। রজার্সের চোখে এটি হল মানুষের সবথেকে বড়ো সদর্থক ফলপ্রাপ্তি এবং যখনই মানুষ মানসিক দিক থেকে আঘাত পায় তখনই এই প্রচেষ্টা আশাহত হয়ে যায়।

(২) নিজস্বতাবোধের চাহিদা — এটি ব্যক্তিবিশেষের বৃষ্টির পাশাপাশি সৃষ্টি হয়, আমরা বেশির ভাগ মানুষের হরির দিকটির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে এটি লেখাপড়া কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এমনকি কম্পিউটার গেমস-এর ক্ষেত্রেও সেই একই মত পোষণ করা যায়, রজার্স বলেছেন যে একজনের দক্ষতা বা প্রতিভার রূপটি বিকশিত হয় নিজস্ব বিকাশের ওপর নির্ভর করে এবং সেই চাহিদা পূরণ না হলে মানসিক আঘাত নেমে আসে।

প্রেষণাসম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদটি অ্যাব্রাহাম মাসল-এর হায়ারটি অফ নিডস্ থিওরি ১৯৪৩ সালের যেটি প্রকাশিত হয়— “A Theory of Human Motivation”, যেটি তিনি বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করেন। এখানে তিনি ব্যক্ত করেন যেহেতু মানুষ তার মূল চাহিদাগুলিকে সন্তুষ্ট করতে পারে তখন সে সফলতার সাথে সুউচ্চ চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। (সুউচ্চ চাহিদার পরিতৃপ্তি) (উকিপিডিআ)

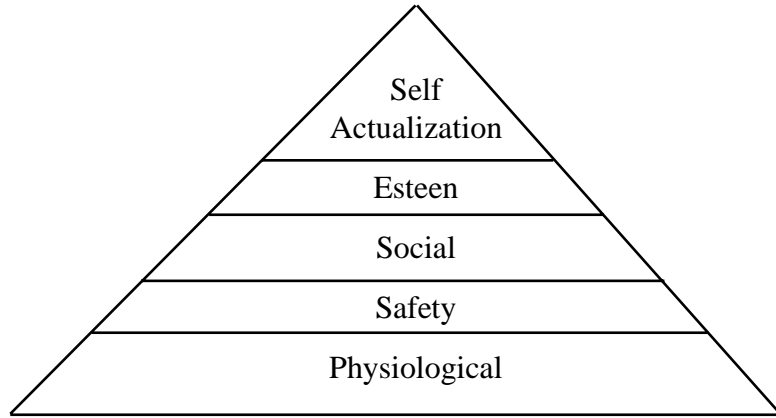
মাসল-এর মতবাদটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মতবাদ। ফ্রান্সিস হেলিগ্যানের মতবাদ যেটি অন্যান্য হিউম্যানিস্টদের থেকে পৃথক করা যায় যেটি হল— কীভাবে একজন পূর্ণ সুখী সমৃদ্ধশালী মানুষ তার আচরণকে প্রকাশ করে এ ছাড়াও ম্যানল একটি সরল সহজ প্রেষণা সম্পর্কীয় মতবাদটি প্রকাশ করেন যেটি বিবৃতকর সে নিজস্বতা বোধের ব্যক্তিত্ব কোথা থেকে উদ্ভূত হয়, পাশাপাশি তিনি সাইকোলজিক্যাল মডেলিং-এর পরিতৃপ্তি দিকটি ব্যাখ্যা করেন এবং অপর একটি পবিত্র মতবাদ পোষণ করেন।

ম্যাসল-এর মতে মানুষের আচরণ দুটি বিশেষ ভিত্তির ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় এবং যেগুলি গতিপ্রকৃতি দুটি আদর্শের ওপর নির্ভরশীল (হেলাইটেন ১৯৯১)

(১) পরিতৃপ্ত চাহিদাটি বহুমুখ্য কার্যকরী হয় না। উচ্চস্তরে পরিতৃপ্তি, আর নিম্নস্তরে কার্যকারিতা (এর বিপরীত নিয়ম হল নিজস্বতাবোধের নিয়ম)

(২) ম্যাসল-এর মডেল বিভিন্নজাতীয় প্রেষণার চাহিদাকে বোঝায় এবং এটা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে অত্যন্ত পরিশীলিত হবার আগেই উচ্চশ্রেণির চাহিদার সাক্ষাৎ লাভ করে, প্রাথমিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে, (ম্যাসল, ১৯৭০, ১৯৮৭, ইন ফেন্ডম্যান ২০০৪) এই মডেলটি পিরামিডের আকৃতিতে গঠিত যার মাধ্যমে মানসিক চাহিদাগুলি প্রদর্শিত একেবারে নীচের দিকে এবং সুউচ্চ চাহিদা পরিব্যপ্ত হয় কিছু বিশেষ পদক্ষেপে।

ম্যাসল-এর মতে এই সকল চাহিদাগুলি একসাথে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না তার ইতঃস্তত ভাবে সম্পন্ন হয়। এবং বিভিন্ন সীমারেখার মধ্যে সম্ভাব্য চাহিদা প্রাপ্ত হয় এবং তা পরিতৃপ্ত হয়। যখন কোনো ক্ষুদ্র চাহিদার প্রত্যক্ষ ঘটে তখন অপরের সাথে সম্পর্ক তৈরি চাহিদার উদ্বেক হয়। একটা সদর্থক ফল লাভের আশায় এবং একজনের সম্পূর্ণ নৈতিক, দার্শনিক এবং শৈল্পিক (নিজস্বতা) বোধগুলি নিজস্বতা অনুযায়ী জেগে ওঠে। (লেহে ২০০২)



এই পাঁচটি পর্যায়ের দ্বারা ম্যাসল-এর মতবাদটি বোঝা যায়।

শারীরিক চাহিদা :

শারীরিক চাহিদাগুলি হল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত চাহিদা যেগুলি হোমিওস্ট্যাটিককে প্রতিস্থাপিত করে, প্রথম পদক্ষেপণ।

সেগুলি হল :

শ্বাসপ্রশ্বাসের চাহিদা

জলের চাহিদা

খাদ্যের চাহিদা

শরীরের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের চাহিদা

ঘুমের চাহিদা

শরীরের উষ্ণতার চাহিদা

মাইক্রোবিয়াল-এর আক্রমণ থেকে মুক্ত হবার চাহিদা।

এর একটির চাহিদা ব্যাহত হলে মানুষের মানসিক চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এই মানসিক চাহিদার

পূর্ণতা প্রাপ্তি না হলে মানুষের নানাপ্রকার ব্যাধির স্বীকার হতে হয়। মানসিক চাহিদা মানুষের চিন্তা এবং আচরণকে সংযত করতে পারে এবং মানুষের অসুস্থতা ও যন্ত্রনা, প্রতিরক্ষাহীনতাকে বাড়িয়ে তোলে।

ম্যাসল শারীরিক পরিতৃপ্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যৌনতার চাহিদাকেও মেনে নিয়েছেন।

প্রতিরক্ষার চাহিদা :

মানসিক চাহিদাগুলির পাশাপাশি প্রতিরক্ষার চাহিদাটিও জেগে ওঠে। প্রতিরক্ষা এবং বিপদহীনতাগুলি ওপরের চাহিদাগুলির মতই আকাঙ্ক্ষিত।

- কাজের প্রতিরক্ষা
- উৎসের প্রতিরক্ষা
- শারীরিক প্রতিরক্ষা - আক্রমণ, ভয়ংকরতা,
- নৈতিক এবং মানসিকতার প্রতিরক্ষা
- পারিবারিক প্রতিরক্ষা
- স্বাস্থ্যের প্রতিরক্ষা

সমাজের সঠিক কার্যবিধির মাধ্যমে সমাজের সভ্যের প্রতিরক্ষার পর্যায়টি সুগঠিত হয়।

প্রতিরক্ষার চাহিদা থেকে মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তির পর্বটি সূচিত হয়।

সামাজিক চাহিদা :

মানসিক চাহিদার নিবৃত্তির পরবর্তী পর্যায়ের শেষে আসে সামাজিক চাহিদা, এগুলি মূলত মানুষের সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল যেমন— বন্ধুত্ব, যৌন সম্পর্ক, অথবা পরিবার গঠন, মানুষের এই চাহিদাগুলি পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংগঠন, কাজের মধ্যে, ধর্মীয় শ্রেণিতে পরিবার, দল ইত্যাদি। তারা বন্ধুত্ব করতে শ্রেণিতে চায়, পরস্পরকে ভালো বাসতে চায়, এবং মেনে নেবার ক্ষমতা তৈরি হয়। এবং এই চাহিদাগুলি তাদের মধ্যে ক্রমাগত থেকেই যায়, এই চাহিদার পূরণ না হলে মানুষ ক্রমশ একাকিত্বের অশ্বকারে সামাজিক উদ্বেগের আধারে অথবা হতাশার অশ্বকারে ডুবে যায়।

নিজস্ব চিন্তাধারার বোধ :

নিজস্ব চেতনসত্তাটির বোধ (গোল্ডস্টেন) সহজাত চাহিদা যার মাধ্যমে মানুষ অনবদ্য ভূমিকা লাভ করতে পারে। ম্যাসল (Maslow) একটু বিশেষ ভাবে বিবৃত করেছেন, নিজস্ব চিন্তাশক্তির বোধ হল অপরিহার্য উন্নয়ন যা ইতিপূর্বে গঠিত হয়ে গেছে অথবা অবয়ব হল সেটাই যা যথার্থ (Psychological Review 1949)।

সঙ্গীত সুরের সাধনা করবে, চিত্রকর ছবি আঁকবে কবি লিখবে তখনই যখন তার মধ্যে একটা মানসিক পরিতৃপ্তি থাকবে, একজন মানুষ যা হতে পারে তাকে তাইই হতে হবে এই চিন্তাটি-ই হল নিজস্ব চেতনশক্তির বোধ।

ম্যাসল এই প্রসঙ্গে বলেছেন

- জগতের ঘটনাগুলোকে সে নিজের সাথেই বর্জন না করে গ্রহণ করে।
- তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ভাবনা এবং কার্যকে তৈরি করে।
- তারা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল হয়।
- তারা যে-কোনো সমস্যা বিশেষত অন্যের সমস্যাগুলিকে নিয়ে সমাধান করতে ভালবাসে, সমস্যার সমাধান হল তাদের জীবনের সব থেকে বড় চাবিকাঠি।
- তারা অপরের সাথে একাত্ম হয়ে জীবনের একটা প্রশস্তি পেতে ভালবাসে।

- তাদের মধ্যে একটা নৈতিক মূল্যবোধ আছে যেটি স্বাধীন ভাবে থাকে।
- তারা কুসংস্কার পরিত্যাগ করে যে-কোনো জিনিসকে যৌক্তিকতা দিয়ে বিচার করতে শেখে।
- ১৯৮৬ সালে জোনায় এবং ক্রানডেল নিজস্ব চেতনাবোধকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা দিয়েছেন।
- জীবনের পথে অত্যন্ত পরিশীলিত হওয়া উচিত যা আমাদের নিজস্ব চিন্তাকে সম্মোহিত করে তোলে।
- প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাসযোগ্য এবং ভালো এই বিশ্বাস রাখা উচিত।
- কারোর স্বভাব ভালো না লাগলেও তাকে ভালোবাসা।
- জীবনের গবেষণা করতে সৃষ্টি মনোভাব পোষণ করা উচিত।
- তোমার অক্ষমতাকে মেনে নিতে শেখ।
- কারোর ওপর তোমার সম্পর্কে স্তুতি যেন নির্ভরশীল না হয় (নিজেকেই নিজের মধ্যে জনসমাদৃত করে তোলা উচিত)।
- কোনো অজানা কিছু থাকলেও তার প্রতি সমমনোভাব পোষণ করা উচিত।
- তোমার সবকিছু আবেগ এমনকি পঞ্চুর্ধক আবেগকেও মেনে নিতে শেখা উচিত।
- অকৃতকার্যতার ভয় পাওয়া উচিত নয়।

সীমান্বতা :

- ইয়েন (১৯৯১ হাইলেন)-এর মধ্যে নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধের চিন্তা প্রসঙ্গে ম্যাসল-এর মতবাদটি অপূর্ণ চিন্তার ফসল এবং প্রচুর পরিমাণে ত্রুটি এবং পারস্পরিক বিপর্যয়তার কথা বলেছেন। তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারাটি মেথোডোলজিক্যাল ভিত্তিতে তৈরি তার থিওরিটিক্যাল মতবাদটি অস্পষ্ট, ত্রুটি নির্ভর এবং অপরিষ্কার যোগ্য।
- হ্যালিগ্যানের মতানুযায়ী ধর্মাধিপতির যে চাহিদা সেটি আপাতদৃষ্টিতে সরল মনে হলেও সেখানে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বোধের চিন্তাধারাটি স্পষ্ট নয়। এবং এর মধ্যে প্রচুর কঠিন দিক আছে। এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণতার বিকাশ এবং অসম্ভব — এই দুটির মধ্যে কোনো মেলবন্ধন নেই, এবং সব চাহিদাগুলির একসাথে বিকশিত রূপ তৈরি হয়নি, ম্যাসল নিজে স্বীকার করে বলেছেন যে মাঝে মাঝে এই চাহিদাগুলি হতাশার অন্ধকার হতে উদ্ভূত হয়েছে।
- হিয়ারটী এটা দেখাতে পারেননি যে কেন একজন তার জীবনে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অপরজনকে বাঁচাবে অগ্নিদগ্ধ বাড়ি থেকে সেইরকম তিনি এও দেখাতে পারেন নি যে কেন ব্যক্তি মানুষ তার স্বামী বা স্ত্রীকে অবজ্ঞা করবে এবং ছেলেমেয়েকে ভবিষ্যতের সুনামগরিকত্বের জন্য অনুরোধ করবে। (লেহে ২০০২)
- এই গবেষণার বিষয়টি নির্দিষ্ট পরিক্রমা অনুযায়ী ম্যাসলের বিভিন্ন পর্যায়কে তুলে ধরতে অক্ষম হয়েছে। বহুস্থানে এই ত্রুটি ধরা পড়েছে যে মানুষ কখনও স্থির ভাবে কোনো চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে না, সে নীচু স্তরের চাহিদাকে উঁচু স্তরের চাহিদা অপেক্ষা গুরুত্ব দিতে হবে।

সাফল্যলাভের মতবাদ :

- ডেভিড ম্যাক ক্ল্যাভান্ড এবং জন অ্যাকিনসন — এরা হলেন এই মতবাদের জনক। তারা মারিন (১৯৩৮)-এর মতবাদের ওপর ভিত্তি করে এই মতবাদ পোষণ করেছেন।
- মারিন মতানুযায়ী সাফল্যের যে আশা/ প্রেষণা সেটি কিছুটা অসমর্থিত, দৈহিক বস্তুগুলিকে সুবিন্যস্ত করা, মানুষের ধারণা একটা নির্দিষ্ট উচ্চস্তরে পৌঁছানোর জন্য একজনের প্রচেষ্টা এবং অপরকে অবনমন করা, এই চাহিদাগুলি মানুষের আচরণের সাথে সম্পৃক্ত যেমন : দক্ষতা, প্রতিযোগিতা এবং সাফল্য লাভের উপায়।

আটকিসনের মতানুযায়ী আচরণের যে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ সেটি দুটি বিশ্লেষণাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাওয়া যায়— সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা এবং অকৃতকার্যের প্রচেষ্টা। যদি সাফল্যলাভের প্রচেষ্টাটি অকৃতকার্যতাকে ভুলে দৃঢ় হয় তাহলে মানুষ সেটি নিতে পারবে। যদি মানুষ সেটি বিপরীত দিক থেকে নেয় তাহলে মানুষকে নিম্নোক্ত কিছু দিকগুলিকে অবজ্ঞা করে চলতে হবে।

দা অ্যাটভিং স্টোরি এই বইটিতে ম্যাক ক্লেন্সড মানুষের প্রেষণাশক্তির অনুপ্রেরণা হিসেবে তিনটি চাহিদাকে বুঝিয়েছেন— সাফল্যলাভের চাহিদা (N – Ach) শক্তির চাহিদা (N – Pow) এবং স্বীকারোক্তির চাহিদা (N–Affil), এই বিস্তৃত চাহিদাগুলি এখানে আলোচিত হল।

সাফল্যলাভের চাহিদা :

এই চাহিদাগুলি মানুষের নিজস্ব চিহ্নিত স্তুতি, কাজের দক্ষতা, ধারণক্ষমতা এবং উচ্চপদ ইত্যাদির চাহিদা মেটাতে চায়।

N–Ach –সম্মানিত মানুষেরা N–Ach থেকে নীচু সম্মানিত মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ। এর থেকে বোঝা যায় N–Ach সম্মানিত মানুষেরা সহজেই যেকোনো উন্নত ধরনের কার্য গ্রহণ করতে পারে অকৃতকার্যতার আশা ছাড়াই। এই ধরনের মানুষ যে-কোনো কাজে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারে। এবং একটা ঝুঁকি হিসেবে নিতে পারে। বহু মহামানব এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

তাদের সবথেকে বড় পরিতৃপ্তি হল তাদের সাফল্যের মাঝে পরিচিতি।

এরা হল—

- (১) অভিভাবক যারা শৈশব কালেই অনুপ্রেরণার স্বাধীনতা লাভ করে।
- (২) প্রশংসা এবং সাফল্য লাভ কৃতকার্যতার ক্ষেত্রে।
- (৩) সার্থক চিন্তার সাথে সংঘবন্দিতা।
- (৪) নিজের কর্মের ওপর ভরসা, ভাগ্যের ওপর নয়।
- (৫) এই চাহিদাটি প্রতিক্রিয়াশীল।

শক্তির চাহিদা :

এর মধ্যে ব্যক্তিসত্তার চাহিদাটি পূর্ণতাপ্রাপ্তি পায়। এখানে দুটো ধরনের শক্তি আছে, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে একজন কর্তৃত্বশীল শাসককে তার পরিবেশনের মধ্যে গঠিত মানুষ মেনে নেমে।

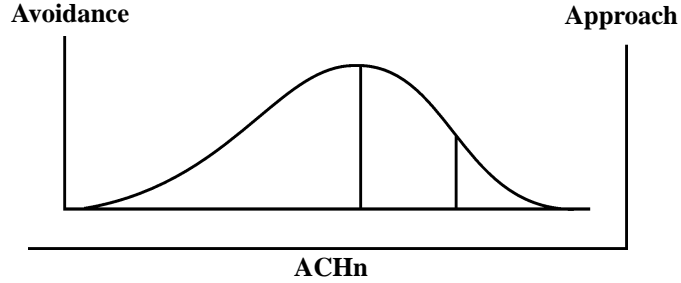
কিন্তু নেলসন ম্যাণ্ডেলার মত একজন সামাজিক কর্তৃত্বসম্পন্ন মানুষকে বেশির ভাগ মানুষ শ্রদ্ধার সাথে মেনে নেবে।

মানুষের এই চাহিদাগুলি তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে যখন মানুষ দেখবে যে তার ব্যবহারের সাথে পরিবেশের সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হচ্ছে।

N–Affil. স্বীকারোক্তির চাহিদা :

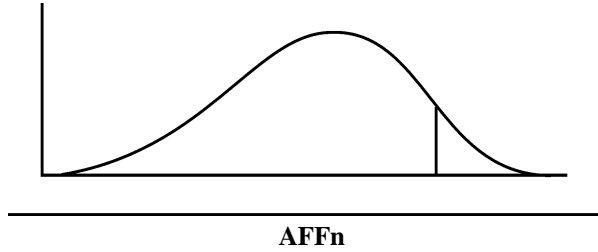
এই চাহিদার ক্ষেত্রে মানুষ একটা সংঘের মধ্যে থেকে সকলের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে চায়, প্রত্যেকেই একটা সুন্দর উল্লম্ব সম্পর্কের আশা করে এবং সেটার একটা স্বীকারোক্তি চায়, যারা এই ধরনের স্বীকারোক্তিকে পছন্দ করে তারা একটা সংঘের খুব ভালো সভ্য হতে পারে কিন্তু কর্তৃত্বশালী হতে পারে না।

Distribution of Need Behaviors



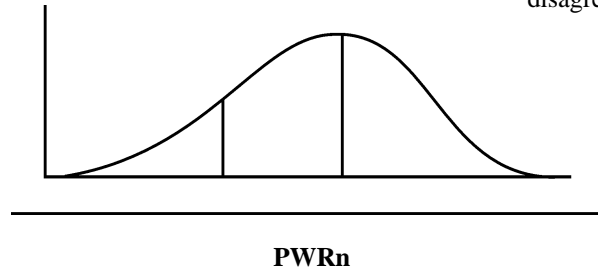
- Fears failure
- Avoids responsibility risk & action

- Must win at any cost
- Must be on top & receive all credit



- Remains aloof
- Maintain social distance

- Demands blind loyalty & harmony
- Not tolerate disagreement



- Dependent & subordinate
- Minimizes position & resources

- Control everyone & everything
- Exaggerates own position & resources

Source : <http://faculty.css.edu/dswenson/web/LEAD/McClelland.html>

ম্যাক ক্লেন্যাণ্ড সাফল্যের প্রেষণার কতগুলি প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন :

- সাফল্যলাভ যে-কোনো ধাতব বা অর্থের পুরস্কারের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।
- সাফল্য মানুষকে প্রশংসা ও পরিচিতির তুলনায় আরও বৃহৎ করে তোলে।
- প্রতিরক্ষণশীলতা প্রাথমিক পর্যায় নয়। পদের ক্ষেত্রেও নয়।

● ফলাফল সব থেকে বড়ো দিক এর মাধ্যমে সাফল্য লাভ বোঝা যায়, প্রশংসা বা পরিচিতির জন্য নয়। (ফলাফল অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে)

● সাফল্য লাভের ইচ্ছা মানুষকে ক্রমশ ভালো কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

● সাফল্য লাভের প্রেষণায় মানুষ যুক্তিসংগতভাবে কাজ এবং তার দায়িত্ব লাভ করতে পারবে এবং সেগুলি তাদের চাহিদা পূরণে সমর্থিত হবে। যে-কোনো উপায়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগ্রহ তৈরি হবে।

এটি সেলস্ বিজনেসের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত।

মানুষ নিজে যদি সফল হতে চায় তবে তার সাফল্য লাভের উপায়টি বের হবেই এবং একটি সংঘের মধ্যে দিয়ে সেটি বেশি ফলপ্রদ হবে। আগেকার দিনে মানুষ এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যে মানুষ তার অধীনস্তর থেকে অনেক বেশি পাওয়ার আশা করত কারণ তাদের সাফল্যের শীর্ষে উল্লীর্ণ হবার পশ্চাতে বহু ইচ্ছাশক্তি এবং মানুষের চাহিদার শক্তির ওপর জোর দেওয়া হত।

6.4. শ্রেণিবিভাগ

অভিপ্রায়/চাহিদা

মূলত চাহিদা অভিপ্রায়ের শ্রেণিবিভাগ সেভাবে কোনো মনোবৈজ্ঞানিক বিবৃত করেন নি। তাদের মধ্যে কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ অভিপ্রায়কে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

১। প্রাথমিক

২। মাধ্যমিক

কারোর কারোর দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি সহজাত, বহির্জগৎ প্রাপ্ত অভিপ্রায়।

আবার কারোর মতে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভিপ্রায়। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভিপ্রায়।

এখানে আমরা প্রায় সকল ধরনের অভিপ্রায় নিয়েই আলোচনা করব।

(১৯৯৮ বাটলার এবং এম নি মানাম — এর লিখিত অভিপ্রায়ের চিন্তা অনুযায়ী বলা যায়)

প্রাথমিক অভিপ্রায় / ইচ্ছা / চাহিদা আমাদের জীবনের মূল যে চাহিদা তা পরিতৃপ্ত করে যেমন— খাদ্য, বাসস্থান, জল, আর উত্তাপ। এই যে প্রয়োজন এবং চাহিদার অবশ্যই পরিতৃপ্তির প্রয়োজন পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য এবং তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সাড়া দেয় না, এর মধ্যে কোনো কোনো চাহিদা ঘূর্ণায়মান গতিতে আসে এবং যে শক্তি তারা প্রয়োগ করে হয় তা উন্নত হয় নতুবা তা অবনতির দিকে চলে যায় নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে। এবং এগুলির মধ্যে একটা জটিলতার ভাব আছে— মানুষ যারা রোজ খায় তারা নিয়মিত খিদে অনুভব করে যদি একদিনও তারা না খেতে পায় তারা কষ্ট অনুভব করে কিন্তু যাদের অখিদে ভাব তাদের মধ্যে ক্ষুধিবৃত্তি কখনোই জেগে ওঠে না। পরোক্ষ চাহিদা (যেমন বস্তুত্ব, অথবা স্বাধীনতা অথবা, শ্রম, শক্তি, সম্পদ, নারীর প্রতি ভালোবাসা ফ্রয়েডের মতানুযায়ী)। এই চাহিদাগুলি অর্জিত অথবা এর জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এবং এই চাহিদাগুলি প্রত্যক্ষরূপে প্রাথমিক চাহিদার সাথে জড়িত নয়। অর্থ রোজগারের ফলে আমার খাদ্যাভাব দূর হবে এটি প্রাথমিক চাহিদার তালিকাভুক্ত কিন্তু কোনো সৃজনশীলতার কাজ যেমন— লেখা, আঁকা এগুলি প্রাথমিক চাহিদার মধ্যে পড়ে না। কিছু পরোক্ষ চাহিদাগুলিকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় যেমন— বস্তুত্বের চাহিদা, অথবা স্বাধীনতার চাহিদা, কারোর দোষারোপ থেকে ভালো থাকার চাহিদা ইত্যাদি, অন্যান্যরাও এইভাবে চেতনা সম্পন্ন হতে থাকবে, এইগুলি আমি করি কারণ আমি আমার নিজেকে রক্ষা করে রাখতে চাই অথবা আমার বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশিত হয়।

প্রাথমিক ধারণা এবং পরোক্ষ ধারণার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন

প্রাথমিক চাহিদা	পরোক্ষচাহিদা
সহজাত চাহিদা যা একটি কারণের উল্লেখ করে।	অর্জিত প্রতুব্ধ
মানসিক চাহিদা	এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলি প্রাথমিক ক্রিয়ার সাথে পূর্বে সম্পর্কযুক্ত বলেই প্রতিক্রিয়াশীল হয়।
কোনো হেতু ছাড়াই গঠিত হয়।	নিজস্ব চাহিদাঅনুযায়ী সৃষ্টি হয়।

অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক চাহিদা

থাইগী (২০০৪) এইটিকে একটি সুন্দর উপমার দ্বারা বুঝিয়েছেন তিনি বলেছেন যে আমি ভালো করে কাজ করব কারণ আমার কাজের স্থান থেকে বোনাস দেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি বাহ্যিক চাহিদার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলাম।

আর যদি আমি ভালো কাজ করতে পারি তাহলে আমি গর্বিত অনুভব করব এর অর্থ অভ্যন্তরীণ চাহিদার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলাম। যে চাহিদার মাধ্যমে আমরা নিজস্ব ইচ্ছা পূরণ করি, বাইরের প্রশংসার পরে ঘটে তাকে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বলে। যে কাজ আমরা আমাদের নিজের আনন্দলাভের জন্য করি সেটি সম্পূর্ণ আমার আনন্দের চাহিদা।

বাহ্যিক চাহিদা হল এমন একটি চাহিদা যার মাধ্যমে বাহ্যিক কাজ চরিতার্থ হয়। যেমন— বাহ্যিক চাহিদার আচরণগত দিকটি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ক্ষেত্রে আচরণগত দিকটি চরিতার্থ হয় একটা পুরস্কার প্রাপ্তির আশায়। ভিটামিন খাওয়া হল বাহ্যিক চাহিদা। আর ক্রিম খাওয়া হল অভ্যন্তরীণ চাহিদা।

বেনজামিন বি লেহে বলেছেন (২০০২)

আমরা অভ্যন্তরীণ চাহিদার কথা তখনই বলি যখন মানুষ তার কাজের দ্বারা তাদের বংশগত দিকগুলিকে চরিতার্থ করে তুলতে পারে, তাদের আনন্দের মধ্যে একটা নতুনত্বের সম্ভাবনা পাওয়া যায় অথবা তাদের কাজে মধ্যে একটা স্বাভাবিক কার্য সম্পর্কিত হয়।

বাহ্যিক চাহিদাগুলি সম্পূর্ণভাবে বহিরাগত মূলক চাহিদা অভ্যন্তরীণ চাহিদা মানুষ তার নিজের সন্তুষ্টির অর্থে করে যখন তা সহজাতভাবে চরিতার্থতা লাভ করে তখন মানুষ একটা সহজ আনন্দ অনুভব করতে পারে।

এইরূপে বাহ্যিক চাহিদার সাথে অভ্যন্তরীণ চাহিদার একটা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

মোটামুটি ভাবে তিনটি দিকের গবেষণা করে দেখানো হয়েছে অভিজ্ঞতার গুণগুলির পার্থক্য হবে যখন কোনো একজন অভ্যন্তরীণ চাহিদার সাথে বাহ্যিক চাহিদার তুলনা করা হয়।

বুডো অফ বিজনেস প্র্যাকটিস টাইটেল রেভ থেকে জানা যায়— স্ট্র্যাটেজী আমাদের বুপাস্তরিত করেছে।

(ইন মোটিভেশান : এ লুক অ্যান্ড ইনসট্রিনিক অ্যান্ড এক্সট্রিশিয় ফ্যাক্টরস বাই রেখা ম্যাড্ডক্স.....) এই লেখনীর মধ্যেই আছে যে এই চাহিদাগুলি পরিবর্তিত উন্নত এবং সফল হয়।)

নীচে চাহিদার কিছু লক্ষণ দেওয়া হল

১। একটি যে-কোনো রোল মডেল গ্রহণ করা হল। এমন একজনকে বেছে নিতে হবে যে এই বিষয়ে সাফল্যলাভ করেছে এবং যে তোমাকে পরিচালনা করে নিতে পারবে।

কিন্তু কখনও তোমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কাজের নির্দিষ্ট আচরণ নেতৃত্বের কায়দা এবং মানসিক চালচলন যা তোমাকে সাহায্য করবে সেগুলি কখনও পরিবর্তন করবে না।

২। কোনো সহায়ক ক্রিয়ার কথা কথা ভাব, কখনোই নেতিবাচক দিকে তোমার কাজকে ঠেলে নিয়ে যাবে না এবং তোমার কাজকে তুমি শেষ করো।

৩। ভালোকাজের জন্য ভালো ফল লিপিবদ্ধ করো।

৪। তোমার উন্নতির একটা তালিকা বানাও যার মাধ্যমে তুমি তোমার কৃতকার্যতাময় কর্মকে লক্ষ্য করতে পারবে।

৫। দৃষ্টি সম্বন্ধী প্রেষণাকে শক্তিশালী করা উচিত যেটি তোমার সফলতা লাভের চাবিকাঠি হতে পারবে।

৬। একটা সংক্ষিপ্ত লক্ষ্যের দিকে প্রস্তুতির তালিকা বানাও।

	সহজাত	সহজাত নয়
বহিরাগত		<ul style="list-style-type: none"> ● অর্থ ● অতিরিক্ত প্রাপ্তি ● শাস্তি ● প্রশস্তি
অন্তরগত	<ul style="list-style-type: none"> ● যখন তুমি কোনো কাজ সম্পাদন করবার চাহিদা অনুভব করে। ● একটি কাজে আনন্দলাভ করবার জন্য যোগদান করা ● যখন তুমি স্বাধীনভাবে কাজে যোগ দেবে 	<ul style="list-style-type: none"> ● অপরাধবোধ ● অহংবোধ ● কাজের মূল্য বোঝা

Source : Creating a Motivating Environment, the Thiagi Group, 2004

যাইহোক সহজাত প্রেষণা কখনও সর্বরোগ-এর ঔষধ নয় এটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের প্রেষণা। Wikipedia সমস্যা অনুযায়ী—

- অভ্যন্তরীণ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক জগতের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।
- শুধুমাত্র এই চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে কিন্তু অন্যান্য চাহিদাগুলি অপূরণ থেকে যায়।

- এই চাহিদা অত্যন্ত সহজেই উৎসের দিকে ধাবিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাহ্যিক চাহিদার ক্ষতি হয় কিন্তু অভ্যন্তরীণ চাহিদা বহু ক্ষেত্রেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

জৈবিক এবং মানসিক প্রেরণা :

যে প্রেরণার মধ্যে মনস্তত্ত্বের ভিত্তি আছে এবং যার কারণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্জালন শক্তি বৃদ্ধি হয় সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে জৈবিক প্রেরণা বলা হয়। সেগুলি হল— ক্ষুধিবৃত্তি, পিপাসা, দৈহিক উন্মাতার নিয়ম, যন্ত্রনার প্রমাণ, এবং যৌনতার গতি। কোনো কোনো মনোবৈজ্ঞানিকদের মতে যন্ত্রণা এবং যৌনতার আকাঙ্ক্ষা এই দুটিই মিশ্র প্রেরণা এবং মানসিক এবং যে-কোনো শিক্ষার উপাদান এই দুটি প্রেরণার ওপর নির্ভরশীল।

গ্যারিয়েল. পি. ফরমার (২০০৩)

গ্যারিয়েলের মতানুযায়ী :

মানুষের জৈবিক প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগত নিয়মগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। তারা তারাও হোমিওস্ট্যাটিক প্রসেস যোটি CO_2 (কার্বন ডাইঅক্সাইড) এবং O_2 (অক্সিজেন) এই দুয়ের পরিচালনার ওপর নির্ভরশীল। যোটি মুহূর্তের মধ্যে ক্ষুধিবৃত্তি থেকে যেমন নিবৃত্তি দিতে পারে তেমনি অতৃপ্ত রাখতে পারে বহুদিন ধরে, মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষাও এই জৈবিক প্রবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল। এটি মানুষের প্রজননশক্তি র পক্ষে শ্রেয় কিন্তু বেঁচে থাকার পথে শ্রেয় নয়। কারণ এটি একসময় স্তম্ভ হয়ে যেতে পারে আমাদের শরীরের বৃদ্ধির চাহিদা, সারিয়ে তোলা চেষ্টা এবং উৎসের যে জমা হওয়া সেগুলি আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এবং আমাদের নানাপ্রকার উদ্দীপকের সাহায্যে ক্ষুধার ইচ্ছা বাড়িয়ে তোলে। যখন আমরা খাদ্যগ্রহণ করি তখন শারীরিক এবং মানসিক দুটো দিকই একসাথে চলতে থাকে আমাদের হাইপোথ্যালামাস আমাদের দৈহিক ওজনকে পরিশীলিত করতে সাহায্য করে।

আমাদের খাদ্য প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে দুটো দিক একসাথে এগিয়ে চলে একটি হল আমাদের মস্তিষ্ক কতটা নিতে পারে তার ওপর এবং আমাদের স্টম্যাক কতটা খাদ্য গ্রহণ করতে পারে তার ওপর। আমরা দীর্ঘায়ত সময় ধরে খাদ্যগ্রহণ করতে পারি যতক্ষণ না পর্যাপ্ত খাদ্য জমা হয়। তৃষ্ণার্ত মানুষের জন্মগ্রহণও ঘটে সেই একই প্রকারে আমরা চাই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমার পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু ক্ষুধার্ত ভাব থেকে তৃষ্ণার্ত হওয়ার পার্থক্য আমাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে, আমাদের ওজন ঠিক রাখে। (<http://dakota.Fmpata.net/Psych AJ/Prun Files/Chptr>)

যন্ত্রণার পূর্বঅভিজ্ঞতা থেকেই আমরা যন্ত্রণা প্রশমনের শিক্ষা লাভ করি, সেইভাবে ক্ষুধিবৃত্তি এবং তৃষ্ণারও একটা মানসিক ক্রিয়া আছে। যৌন আচরণের ক্ষেত্রে হরমোনের ভূমিকাটি সত্যই অনস্বীকার্য কিন্তু যৌনআকাঙ্ক্ষার প্রতিরোধ অনেক বেশি সমাজের দ্বারা পরিশীলিত, এই যুগে যৌন আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির ওপর নৈতিক সমাধানের পথটি অনেক বেশি জটিল।

সামাজিক প্রেরণা :

সামাজিক অভিজ্ঞতার সাথে সমাজ শিক্ষার প্রেরণাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

হেনরি মারে মূল সামাজিক প্রেরণাটিকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

- সাফল্য
- স্বীকারোক্তি
- আক্রমণ
- অটোনোমি
- কর্তৃত্ব
- Nurturance

- খেলা
- সমঝোতা

তিনি একথাও বলেন যে উপরিউক্ত লেবেল থেকে আমরা আচরণের শিক্ষা লাভ করি এবং সমাজশিক্ষার মূল দিকগুলিকে জানতে পারি।

তার মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং পারিবারিক অনুপ্রেরণা থেকে সৃষ্টি এবং সমাজের অনুপ্রেরণা মানুষ সমাজের প্রেষণা লাভ করতে পারে।

[Wilf H. Ratjberg (2001) discussed & uiporteut social Motives.

চূড়ান্ত সাফল্য লাভের প্রেষণা :

সাফল্য লাভের প্রেষণা একটি আইনসংক্রান্ত প্রেষণা বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী সৃষ্টি হয়। এই ধরনের বিশেষ ব্যক্তি তাদের নিজেদের মত করে সাফল্যলাভের পর্যায়টি সৃষ্টি করে। এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উত্তরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্বের প্রয়োজন আছে। তারা হিসেবমত বিপদের ঝুঁকি নেয় এবং সাফল্যলাভের শিখরে উত্তরণের ফলাফলটিও তারা নিজস্ব কৌশল অনুযায়ী অর্জন করে।

শক্তির প্রেষণা :

শক্তির প্রেষণার চাহিদাটি একটি পর্যায় বা স্থানকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ম্যাক ক্লেল্যান্ড শক্তির প্রেষণা সামাজিক আচরণের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে বেশির ভাগ কর্তৃত্বময় কাজেই সামাজিক অনুপ্রেরণার চাহিদা থাকে এবং এইরূপে শক্তির একজন বিশেষ মানুষের অনুপ্রেরণার আকাঙ্ক্ষাকে মাপতে পারা যায়। শক্তির প্রেষণা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়।

ডেভিড ম্যাক ক্লেল্যান্ড লীডার মেটিভ প্রোফাইল থিওরিতে বলেছেন যে— শক্তির প্রেষণা স্বীকারোক্তির প্রেষণা অপেক্ষা বৃহত্তর। এবং এর দ্বারা নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে অনুভব করা যায়।

চূড়ান্ত শক্তির প্রেষণার দ্বারা ব্যক্তি একটা বড় সাফল্যের চরিতার্থতা লাভ করে এবং সেটি আসে অনুপ্রেরণার অনুশীলনী থেকে। পাশাপাশি তাদের আবার নেতৃত্বের অনুশীলনীটি বন্ধ হয়ে যায়।

চূড়ান্ত সংযুক্তির প্রেষণা

সংযুক্তিকরণের চেষ্টা অথবা প্রেষণা হল একটা অচেতন কর্তার ইচ্ছা যার দ্বারা মানুষ স্থিতিশীলতা পরিচালনা এবং নিকটবর্তী সম্পর্কের সাথে সংযুক্তিকরণ করবার চেষ্টায় সফল হয়।

এর মাধ্যমে ব্যক্তি নম্র-ভদ্র, অপ্রতিবাদী এবং পরনির্ভরশীলতা লাভ করে।

সামাজিক প্রেষণার আর একটি ভিন্ন মতবাদ আছে।

[<http://dakota.Fmpdata.net/Psych AI/ Print Files/Chptr 10.pcl Search = Physiological % 20Motives>]

অপর একটি প্রেষণা যেটি প্রতিরোধমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেটি হল শারীরিক বা মৌখিক আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করার চাহিদা এবং কারোর থেকে খারাপ অভিজ্ঞতা সঞ্চারের ফলে তাকে দোষারোপ না করা।

সংযুক্তিকরণ এক্ষেত্রেও একটা স্বতন্ত্র প্রেষণা, এই প্রেষণা শক্তির দ্বারা অপরের থেকে একটা সম্ভ্রান্তির সম্মান লক্ষ হয়, এগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কলেজের ক্যাম্পাসে ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চবিভের সমাজে তাদের আড্ডা থেকে দেশের আড্ডার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। সামাজিক স্বীকৃতির মনে হয় সব থেকে ভালো এবং সুবিস্তৃত প্রেষণা মানুষকে নিবিড় করে পাবার জন্য। আমরা অপরের থেকে সদর্খক জাতীয় ব্যবহার পেলে সব থেকে খুশি হয়।

চূড়ান্ত সাফল্য লাভ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেষণা অপেক্ষা সবথেকে বৈশিষ্ট্য যা আমাদের নিত্যদিনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এবং এই সফল্যলাভ যখন অপরের পথে একসাথে ভাগ করে নেওয়া যায় সেটিকে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এটি কখনোও কোনো বিশেষ মানসিক চাহিদা অনুদানের সৃষ্টি হয় না, এর প্রধান উৎপত্তি হল পরিবেশ। মানসিক পেষণ পশ্চাদপটে আছে। প্রেষণা ছাড়া অন্য যে দুটি বিশেষ বিষয়ের ওপর আমরা অভ্যন্তরীণ ভাবে উৎসাহিত সে দুটি হল খাদ্য এবং জল। শিক্ষার প্রেষণার তৃপ্তি, সফল হবার উপায় এ সকল কিছুই সুবিস্তৃত ভাবে চূড়ান্ত ফললাভে সমর্থ হয়।

6.5. প্রশ্নাবলি

1. জিম্বারদো ও ওয়েবারের মতনুসারে প্রেষণা শব্দের অর্থ কী?
2. প্রেষণা তত্ত্বগুলি কী কী? যে কোনো একটি তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

6.6. গ্রন্থপঞ্জি

- ১। Essentials of Psychology by Benjamin B. Lahey.
- ২। Understanding Psychology, 5th addition, By Robert S. Feldman.